আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

তিনি যাকে ইচ্ছা নিজের বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

সূরা আল ইমরান ৭৪

দৈনিক

কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ বৃহস্পতিবার ॥ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ॥ ২৭ রবিঃ আউঃ ১৪৪৮ ॥ ২৭ ভাদ্র ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ৯৭ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

নতুন আঙ্গীকে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে

বিশ্বমানের সিমেন্ট

অ্যাংকর সিমেন্ট

স্থায়ীত্বের মজবুত সোপান

সেবা : ০১৯১০০৬৬৬৫৫, ০১৭১১৩২৭৭০৫

গণতন্ত্র ফেরত পেয়েছি কিন্তু মূল্য দিয়েছি অনেক বেশি: রাষ্ট্রপতি

কীর্তনখোলা ডেস্ক

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি এবং গণতন্ত্র ফেরত ২ এর পাতায় দেখুন

নারীদের ওপর যারা নির্যাতন চালায় তারা কাপুরুষ: রিজভী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ইতালির ভেনিসে অভিনেত্রী বাঁধনের ওপর হামলার প্রসঙ্গে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, যারা ২ এর পাতায় দেখুন

দুদক স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অনুসন্ধান করলে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব: আসিফ মাহমুদ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অনুসন্ধান করলে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার কথা জানিয়েছেন জাতীয় ২ এর পাতায় দেখুন

‘সভাপতির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করবেন’

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সহকারী মহাসচিব ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি শেখ ফজলুল করীম মারুফ ২ এর পাতায় দেখুন

ভোলায় বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সার কারখানা করার ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ভোলা থেকে সরাসরি মূল ভূখণ্ডে গ্যাস নিতে পাইপলাইন নির্মাণে অন্তত সাত বছর সময় লাগবে বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তাই মূল ভূখণ্ডে গ্যাস নেওয়ার দীর্ঘ অপেক্ষায় না থেকে ভোলাতেই শিল্প-কারখানা স্থাপন, সার কারখানা গড়ে তোলা এবং নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। বুধবার (০৯ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য সুলতানা আহমেদের করা সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে সরকারপ্রধান এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভোলার গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে মূল ভূখণ্ডে বা মেইনল্যান্ডে নিয়ে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে তা বাস্তবায়নে অন্তত সাত বছরের মতো সময় লেগে যাবে। তাই সরকার বিকল্প ও দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপের ওপর বেশি জোর দিচ্ছে। ভোলায় যাতে বিপুল পরিমাণ শিল্প-কারখানা স্থাপন করা যায়, সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে। অনেক শিল্প উদ্যোক্তা সেখানে গ্যাসভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আন্তরিক চেষ্টা চালাচ্ছেন। স্থানীয়ভাবে এই গ্যাস ব্যবহার করে শিল্পায়ন হলে একদিকে যেমন ভোলায় ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনীতির আকারও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। ভোলার গ্যাসকে দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে ও জাতীয় স্বার্থে ব্যবহারের বিস্তারিত পরিকল্পনা তুলে ধরে সরকারপ্রধান বলেন, সেখানে একটি বড় সার (ফার্টিলাইজার) কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করছে সরকার। এর পাশাপাশি একই স্থানে ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরেকটি নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভোলার গ্যাস সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ভোলা-৪ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ নূরুল ইসলামের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের ২০২৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটি বিশেষ ২ এর পাতায় দেখুন

হাম ও উপসর্গে মৃত্যু হাজার ছাড়ালো

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও তিন শিশু মারা গেছে। এ নিয়ে হামে আক্রান্ত হয়ে ও হামের উপসর্গ নিয়ে এ পর্যন্ত ১০০২ জনের প্রাণহানি হয়েছে। তাদের মধ্যে নিশ্চিত হামে ১০০ জন ও উপসর্গ নিয়ে ৯০২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে হাম-সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। হয়, মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ঢাকা বিভাগে একজন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে দুজন মারা গেছে। এসময়ে দেশে ৬৯ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, হামে আক্রান্ত হয়ে সারাদেশে এ পর্যন্ত ১০০ জন মারা গেছে। আর হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ৯০২ জন। নিশ্চিত হামে সবচেয়ে বেশি ৬৩ মৃত্যু ঢাকা বিভাগে। এর পরেই বরিশাল ২ এর পাতায় দেখুন

ভাইভা ইস্যু নিয়ে সরকারকে নাহিদ

হাসিনা দিল্লি পালিয়েছে আপনারা কোথায় যাবেন?

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

‘কোটা ইস্যু নিয়ে শেখ হাসিনা দিল্লিতে আছে, আর ভাইভা ইস্যু আপনাদের কোথায় পাঠাবে- তা আপনারা নিজেরাও টের পাবেন না’ বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও সংসদের বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম। ভাইভায় নম্বর বাড়ানো নিয়ে তিনি বলেন, আমরা বলে দিতে চাই- এরকম কাজ ভুলেও করতে যাবেন না। কোটা ইস্যু নিয়ে শেখ হাসিনা দিল্লিতে আছে, আর ভাইভা ইস্যু আপনাদের কোথায় পাঠাবে, তা আপনারা নিজেরাও টের পাবেন না। ফলে রাজনৈতিক কারণে এ ধরনের হুটহাট সিদ্ধান্ত নেবেন না। যদি আপনাদের কাছে এটা যথাযথ যুক্তি থাকে, তাহলে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করুন, যৌক্তিক সংস্কার ২ এর পাতায় দেখুন

লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স ও বাস সংঘর্ষে পথচারী নারী নিহত

উজিরপুর প্রতিনিধি

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের উজিরপুর উপজেলার ইচলাদী টোল প্লাজা এলাকায় দুটি যানবাহনের সংঘর্ষের সময় এক পথচারী নারী নিহত হয়েছেন। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত আনুমানিক ৩৫ বছর বয়সী ওই নারীর পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্র জানায়, দুপুর দুইটার দিকে কুয়াকাটা থেকে বেনাপোলগামী ‘সেভেন ডিলাক্স’ পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বিপরীতমুখী একটি লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় মহাসড়ক পার হতে যাওয়া ওই নারী বাসের নিচে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। খবর পেয়ে উজিরপুর থানা পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ ও গৌরনদী হাইওয়ে থানা পুলিশ যৌথভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের লাশ উদ্ধার করে। গৌরনদী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহসীন হোসেন ঘটনার সত্যতা ২ এর পাতায় দেখুন

মহিলাদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তৃতা করছেন বরিশাল জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. আবুল কালাম শাহীন -কীর্তনখোলা

বরিশালে ময়লার ভাগাড় থেকে দুই শিশুর ভ্রূণ উদ্ধার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল নগরীর নতুন বাজার ফরেস্ট অফিসের সামনের একটি ময়লার স্তূপ থেকে কাচের বোতলে দুটি ভ্রূণ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে বরিশাল নগরীর নতুন বাজার বন বিভাগের অফিসের সামনে থেকে বরিশাল সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সহযোগিতায় ভ্রূণ দুটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ এবং স্থানীয়দের ধারণা ভ্রূণ দুটির বয়স ছয় থেকে সাত মাস হবে। তবে কীভাবে ময়লার স্তূপে ভ্রূণ দুটি এলো তা নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারছেন না। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা ওই এলাকায় সারা ২ এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টে বিআরটিএ

দেশে কোনো স্লিপার বাসের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়নি

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দেশে কোনো স্লিপার বাসের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়নি বলে হাইকোর্টে প্রতিবেদন দাখিল করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। একই সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া চলাচল করা স্লিপার বাসের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আদালতকে জানিয়েছে সংস্থাটি। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি কেএম হাফিজুল আলম এবং বিচারপতি মুরাদ-এ-মওলা সোহেলের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। আদালতে বিআরটিএর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী রাফিউল ইসলাম। বাংলাদেশ স্লিপার এসি বাস মালিক সমিতির পক্ষে ছিলেন আইনজীবী এবিএম শাহজাহান আকন্দ মাসুম। রিটের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মুহাম্মদ হুজ্জাতুল ইসলাম খান আল ফেসানি। অননুমোদিত স্লিপার এসি ২ এর পাতায় দেখুন

কর্মস্থলে অনুপস্থিত

বরিশালে ভূমি অফিসের দুই কর্মচারীকে স্ট্যান্ড রিলিজ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশালে ভূমি অফিসে জেলা প্রশাসনের ঝটিকা পরিদর্শনে দুই কর্মচারীকে অনুপস্থিত পাওয়ায় তাঁদের স্ট্যান্ড রিলিজ (তাৎক্ষণিক প্রত্যাহার) করা হয়েছে। বুধবার সদর উপজেলার আমানতগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিসে অনুপস্থিত থাকায় দুই কর্মচারীর বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেয় জেলা প্রশাসন। অভিযুক্ত কর্মচারীরা হলেন উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা শিমুল পাইন শান্তা ও অফিস সহায়ক মো. মজিবুর রহমান। জানা গেছে, বুধবার সকাল ২ এর পাতায় দেখুন

আগৈলঝাড়ায় মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেফতার ৬

আগৈলঝাড়া প্রতিনিধি

মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে আগৈলঝাড়া থানা পুলিশ। গতকাল বুধবার দিনভর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে গাঁজা ও ইয়াবাসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আগৈলঝাড়া থানার ওসি মোহাম্মদ মাসুদ খানের নির্দেশনায় বিশেষ অভিযানের ধারাবাহিকতায় উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে উপজেলার রাজিহার ইউনিয়নের বড় বাসাইল গ্রামের হেলাল মৃধার বাড়ির উত্তর পাশের সড়ক থেকে বিপ্লব মন্ডল (২৪)-কে গ্রেফতার করা হয়। তিনি কোটালীপাড়া থানার রামশীল গ্রামের বাসিন্দা। অপরদিকে আগৈলঝাড়া উপজেলার পতিহার গ্রামের কানাই বালার বাড়ির সামনের তিন ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে ডেঙ্গুর প্রকোপে ডাবের দাম আকাশছোঁয়া

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বরিশালে বেড়েছে ডাবের চাহিদা। আর এই সুযোগে নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ডাবের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতাল, বাসস্ট্যান্ড, লঞ্চঘাট ও গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পাশে প্রতি পিস ডাব ১৫০ থেকে ১৮০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। এতে রোগীর স্বজনসহ সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ক্ষোভ। এদিকে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য ডাবের পানির পাশাপাশি অন্যান্য তরল খাবার গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ডাবের দাম বৃদ্ধি করেছেন বলে অভিযোগ সাধারণ ক্রেতাদের। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) হাসপাতালের সামনে স্ত্রীর জন্য ডাব কিনতে আসা বরগুনার বামনা উপজেলার চরকালেখা গ্রামের বাসিন্দা দেলোয়ার হোসেনের সঙ্গে কথা হয় প্রতিবেদকের। তিনি জানান, গত চার দিন ধরে স্ত্রীকে নিয়ে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে অবস্থান করছেন। তার স্ত্রী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত। দেলোয়ার হোসেন বলেন, অনেক ঘোরাঘুরি ও দরদাম করে শেষ পর্যন্ত দুটি ডাব ৩২০ টাকায় কিনেছি। প্রতিটি ১৬০ টাকা করে। তিন-চারজন বিক্রেতার ২ এর পাতায় দেখুন

মেহেরুন নেছার মিথ্যা ও অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা

গত ৬ সেপ্টেম্বর বরিশাল প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে আমার সাবেক স্ত্রী মেহেরুন নেছা আমাদের সংস্থা ডিজঅ্যাবল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (ডিডব্লিউএফ)-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এবং আমাকে জড়িয়ে নানা অসত্য, বিভ্রান্তিমূলক ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন। যা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং আমার ব্যক্তিগত সম্মান ক্ষুণ্ন করার শামিল। এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। প্রকৃতপক্ষে ডিডব্লিউএফ একটি বেসরকারি, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়নমূলক সংস্থা। ডিডব্লিউএফ-এর অর্থায়নে এর প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃত কর্তৃপক্ষ হলো এর কার্যকরী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে আলাদা আলাদা চেয়ারম্যান, ২ জন শিক্ষানুরাগী সদস্য ও ২ জন একাডেমিক কাউন্সিল সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত। এছাড়া ডিন, চিকিৎসা অনুষদ এবং স্বাস্থ্য সচিবের একজন প্রতিনিধি পদাধিকারবলে প্রতিষ্ঠানসমূহের গভর্নিং বডির সদস্য হয়ে থাকেন। এই বাস্তবতায় ডিডব্লিউএফ সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানই ব্যক্তি বা পারিবারিক সম্পদ নয়। কিন্তু মেহেরুন নেছা সংস্থার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে ভাগ-বাটোয়ারার দাবি তুলেছেন এবং নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছেন। ২০০৬ সালে ডিডব্লিউএফ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে গড়ে ওঠে। এরপর থেকে বাংলাদেশ পুলিশসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ওষুধ সরবরাহ করে সংস্থাটি আর্থিক সক্ষমতা অর্জন করে।

এর অর্থায়নে ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ২০১০-১১ সালে প্রতিষ্ঠানের কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্সের শিক্ষার্থীদের ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও সুইসকন্ট্যাক্টের মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি ও অনুদান প্রদান করা হয়। ফলে ডিডব্লিউএফ-এর পরিচালনায় ও অর্থায়নে একাধিক স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে মেহেরুন নেছা আমার বিরুদ্ধে নারীঘটিত কল্পকাহিনি তুলে ধরেছেন, যা অসত্য এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

সাবেক স্ত্রী হিসেবে তার প্রতি সম্মান রেখে আমি তার ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করতে চাই না। মূলত মেহেরুন নেছার সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে বনিবনা না হওয়ায় গত ২৪ জুলাই ২০২৬ ইং তারিখে আইন ও শরিয়ত মোতাবেক মেহেরুন নেছার সঙ্গে আমার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। ফলে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আমার এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে মেহেরুন নেছা বিরত না থাকলে প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর স্বার্থে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অধ্যাপক জহিরুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
ডিজঅ্যাবল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (ডিডব্লিউএফ)

ইসলামের সুমহান বার্তা পৌঁছে দিতে হবে: মাওলানা জব্বার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও বরিশাল জেলা আমীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার বলেছেন, মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান আদর্শ ও ন্যায়ইনসাফের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে সবাইকে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানাতে হবে। তিনি মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) ২ এর পাতায় দেখুন

রাজাপুর মডেল মসজিদে সাত দিন বিদ্যুৎ নেই, অজুর পানিতেও সংকট

রাজাপুর প্রতিনিধি

ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে সাত দিন ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। এতে তীব্র গরমে নামাজ আদায় করতে এসে ভোগান্তিতে পড়ছেন মুসল্লিরা। বিদ্যুৎ না থাকায় মসজিদের পাখা, এসি, আলো ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **ঝালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, **পটুয়াখালী জেলা:** পটুয়াখালী, **ভোলা জেলা:** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, **পিরোজপুর জেলা:** নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলা:** উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আব্যশক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

–মফস্বল সম্পাদক

০১৩০৪১৬৮৪১৯

সম্পাদকীয়

মাদক চক্রে নারীদের সম্পৃক্ততা

সাম্প্রতিক সময়ে নিরাপত্তা বাহিনীর বিভিন্ন অভিযানে মাদক কারবার, চোরাচালান এবং বিপণনের মতো গুরুতর অপরাধের সঙ্গে নারীদের সম্পৃক্ত থাকার খবর পাওয়া গেছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগের। একসময় মাদক কারবারে নারীদের উপস্থিতি চিন্তাই করা যেত না, সেখানে এখন মাদক সিন্ডিকেটের মূল হোতা, এমনকি নারীদের বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার অভিযোগও পাওয়া যাচ্ছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজীপুর জেলার মাদক কারবার নিয়ন্ত্রণ করছেন আটজন নারী। বরিশাল বিভাগে নারী কারবারি আগের চেয়ে বেড়েছে তিন গুণের বেশি। চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জেও মাদক চক্রে জড়িয়ে পড়েছেন নারীরা। সারা দেশেই মাদকের বিস্তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। শহর থেকে গ্রামাঞ্চল–সর্বত্র সহজেই মিলছে প্রাণঘাতী সব মাদক। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। রাজধানীসহ অনেক শহরেই প্রকাশ্যেই চলছে মাদক বেচাকেনা। খবরে বলা হয়েছে, গাজীপুরের টঙ্গীতে হাজীর মাজার, ব্যাংক মাঠ, কেরানীরটেক, এরশাদনগরসহ সেখানকার বস্তিগুলো দেশের অন্যতম মাদকের হাট হয়ে উঠেছে। এসব এলাকায় বস্তির খুপরিতে প্রতিদিন বড় অঙ্কের মাদক বেচাকেনা হয়। জানা গেছে, এই বিশাল মাদক সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ পাঁচ নারীর হাতে। এসব নারী প্রথমে গাঁজা দিয়ে কারবার শুরু করলেও এখন ফেনসিডিল, ইয়াবাসহ নানা ধরনের মাদক নিয়েই তাঁদের কারবার। প্রতিবেদনে বেশ কয়েকজনের নাম-পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। জানা গেছে, মাদক কারবার করে তাঁরা অঢেল সম্পদ বানিয়েছেন। তবে কোটি টাকার বিলাসবহুল বাড়ির মালিক হওয়ার পরও এখনো বস্তির আস্তানা ছাড়েননি। এসব নারী মাদক কারবারির বিরুদ্ধে অনেক মামলা রয়েছে। এমনকি গ্রেপ্তারও হয়েছেন বেশ কয়েকবার। সবচেয়ে হতাশার বিষয় হলো, আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে এসে আবারও একই কাজে জড়িয়ে পড়েন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের তথ্য মতে, ২০২৪ সালে বরিশাল বিভাগে চিহ্নিত নারী মাদক কারবারি ছিলেন মাত্র ১৬ জন। তবে এক বছরের ব্যবধানে ২০২৫ সালে বরিশাল বিভাগে মাদক কারবারির সংখ্যা তিন গুণেরও বেশি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরিশালে ৩৮ জন। শুধু গাজীপুর, বরিশালই নয়, খোঁজ নিলে দেখা যাবে, দেশের আরো অনেক জায়গায়ই এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বরিশাল জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক তানভীর হোসেন খান বলেন, 'এই নারী মাদক কারবারিরা বরিশালে চিহ্নিত। তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা রয়েছে।' পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির সম্প্রতি বলেছেন, মাদক ও ছিনতাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে অনেক অপরাধীকে একাধিকবার আইনের আওতায় আনা হলেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের দীর্ঘদিন আটক রাখা যায় না। দেখা যাচ্ছে, মাদকের হটস্পট এবং মাদকের মূল হোতা–কোনোটিই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর অজানা নয়। বলা হচ্ছে, অভিযানও চালানো হচ্ছে। সংগত কারণে প্রশ্ন আসে, তাহলে সমাজে মাদকের এত বিস্তার হলো কী করে? সরকার বলছে, মাদক ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি প্রয়োগ করা হবে। আমরাও মনে করি, সমাজ থেকে মাদক নির্মূল করতে হলে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষ করে যেসব মাদক কারবারি চিহ্নিত, তাঁদের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে, যেন তাঁরা পুনরায় এই কাজে না জড়াতে পারেন। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের সংশোধন প্রয়োজন আছে কি না, সেটিও ভাবার দরকার আছে।

সভাপতির মেয়াদ শেষ হওয়ার

বলেছেন, বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেছেন। এটা বাংলাদেশের জন্য সুখবর। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সবচেয়ে বড় সমস্যা রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করাই হোক তার প্রথম টার্গেট। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রোহিঙ্গা ইস্যুর পূর্ণাঙ্গ সমাধান করবেন এটাই জনগণের প্রত্যাশা বলেও মনে করেন তিনি। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের নিয়মিত সভায় তিনি এসব মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ১৯৭৮ সাল থেকে কয়েক দফায় প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্য বাংলাদেশে জীবন বাঁচানোর তাগিদে অবৈধভাবে প্রবেশ করে। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম মিলে এই সংখ্যা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, সেটা হিসাবের বাইরে। তাদের অপরাধের সীমানা এখন কক্সবাজার ছাড়িয়ে পুরো দেশব্যাপী চলমান। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে তাদের ভূমিকা কোনো অংশে কম না। সরকারের উচিত তাদেরকে স্বদেশে পাঠানোর সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা। বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান যেহেতু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সেহেতু তাকেই সামনে থেকে সমস্যার সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। সভায় নগর সেক্রেটারি কেএম শরীয়াতুল্লাহ বলেন, দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত উর্ধগতি জনগণের ক্রয়সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। এ নিয়ে সরকারের কোন কার্যকরী পদক্ষেপ দেখতে পাচ্ছি না । দেশ এবং দেশের জনগণ নিয়ে সরকার আদৌ ভাবে কি-না সেটাই এখন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুমুঠো ভাত খাওয়ার নিশ্চিয়তা দিতে না পারলে সরকারের দায়িত্ব থেকে সরে দাড়ান। ছয়মাসের কার্যক্রম আমাদেরকে আশাহত করেছে। নগর সেক্রেটারি কে এম শরীয়াতুল্লাহ সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন নগর জয়েন্ট সেক্রেটারি ফজলুল হক মৃধা, সাংগঠনিক সম্পাদক-আলহাজ নজরুল ইসলাম খোকন, মাওলানা নজরুল ইসলাম, মাওলানা কামাল হোসাইন, টিএম মাহফুজ, হাফেজ সালাহউদ্দীন, মাওলানা তারিক মাসউদ, আলহাজ বেলাল হোসেন আরিফ, মুফতী মাওলানা ওমর ফারুক,প্রচার সম্পাদক প্রভাষক শফিকুল ইসলাম,দপ্তর সম্পাদক মাওলানা গাজী নাজিমুদ্দীন, অর্থ ও প্রকাশনা সম্পাদক আলহাজ আব্দুর রহমান, ছাত্রী ও মহিলা ইউনিট সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মাহবুবুর রহমান, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক আকন, সহ-দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মাদ বিলাল হোসাইন পাটোয়ারী, সহ-অর্থ ও প্রকাশনা সম্পাদক গাজী মুহাম্মাদ আলী হায়দার, সহ-দাওয়াহ ও জনশক্তি সম্পাদক মাওলানা নিজাম উদ্দীন, সহ-ছাত্রী ও মহিলা ইউনিট সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর, সহ-নির্বাচন ও জনপ্রতিনিধি সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু হানিফ, আলহাজ্ব শিব্বির আহমাদ সাব্বির, আলহাজ্ব ইসমাইল হোসেন, মুফতী মাসউদুর রহমান চাঁদপুরী, মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান প্রমুখ।

দুদক স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়

নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তবে দুদককে নিরপেক্ষ মনে হচ্ছে না বলে জানান তিনি। তাঁকে রাজনৈতিকভাবে হয়রানি ও মিডিয়া ট্রায়ালের জন্য দুদককে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর। বুধবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন আসিফ মাহমুদ। তাঁর বিরুদ্ধে দুদকে দায়ের করা অভিযোগের 'প্রকৃত তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহ' প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরে এনসিপি। সংবাদ সম্মেলনে আসিফ মাহমুদ দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। আসিফ মাহমুদ বলেন, দুদক যদি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অনুসন্ধান করে, তাহলে আমি সর্বাত্মক সহযোগিতা করব। কিন্তু এখানে একটা সীমা থাকা উচিত। প্রথমত, যে অভিযোগের নামে অনুসন্ধান শুরু করা হয়েছে, সেটাই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আমরা মনে করছি, এই অনুসন্ধান আসলে অনুসন্ধান নয়; এটি রাজনৈতিকভাবে আমাকে হয়রানি করার একটি প্রক্রিয়া। বিএনপি সরকারের সময়ে সংঘটিত একটি ঘটনার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, যে ঘটনার কথা উল্লেখ করে অভিযোগ করা হয়েছে, সেটি বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার প্রায় তিন মাস পরের। অথচ তার আগেই তিনি সরকারের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। আসিফ বলেন, যদি এই অনুসন্ধান করতেই হয়, তাহলে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করতে হবে, আমার বিরুদ্ধে নয়। আমি একেবারে ডকুমেন্ট দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি, যে নির্দিষ্ট ঘটনার কথা বলা হয়েছে, সেটি বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার তিন মাস পরের ঘটনা। অথচ বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার দুই মাসেরও বেশি সময় আগে আমি পদত্যাগ করেছি। নিজের পদত্যাগের সময় উল্লেখ করে আসিফ মাহমুদ বলেন, 'আমি ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ পদত্যাগপত্র দিয়েছি এবং ১১ ডিসেম্বর সেটি কার্যকর হয়েছে। ফলে যে সময়ের ঘটনা নিয়ে অনুসন্ধানের কথা বলা হচ্ছে, তখন আমি সরকারের দায়িত্বে ছিলাম না।' আরেকটি পদায়নে অনিয়মের অভিযোগের বিষয়ে আসিফ বলেন, সেটি আদালতের রায়ের মাধ্যমে হয়েছে। সুতরাং সেখানে তাঁর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। দুদকের বর্তমান কার্যক্রম নিয়েও প্রশ্ন তোলেন আসিফ মাহমুদ। তিনি বলেন, আমরা আশা করেছিলাম, জুলাইয়ের সময় যে সংস্কার হয়েছিল, তার ধারাবাহিকতা থাকবে। দুদকের কমিশন-সংক্রান্ত যে অধ্যাদেশ হয়েছিল, সেটি পরবর্তী সময়ে বাতিল করে আবার দলীয় কায়দায় দুদক গঠন করা হয়েছে। এখন সেই দুদকও রাজনৈতিক কায়দায় পরিচালিত হচ্ছে।

নারীদের ওপর যারা নির্যাতন

নারীদের ওপর শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন চালায়, তারা সম্পূর্ণ কাপুরুষ। তার ওপর আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের হামলা একটি ঘৃণ্য অপরাধ। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মহিলা দলের উদ্যোগে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন রিজভী। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে যেসব পরিবারের নারী নেতাকর্মী সক্রিয় ছিলেন, তারা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তবে নানা প্রতিকূলতা ও সংকটের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী ও দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়ে দলকে সুসংগঠিত রেখেছেন এবং সঠিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রিজভী বলেন, তেল ও গ্যাস সরবরাহে সাময়িক জটিলতা তৈরি হওয়া একটি বৈশ্বিক সংকট। তবে এই সংকট কাটিয়ে উঠতে গ্যাস আমদানিসহ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকটের প্রভাবে দেশের সরবরাহ ব্যবস্থায় কিছুটা চাপ থাকলেও তা নিরসনে সরকার বিকল্প বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে জানিয়ে তিনি বলেন, জনগণের দুঃখ-কষ্ট লাঘব এবং বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিএনপি সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একই সঙ্গে গণপরিবহন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে মানুষের জীবনযাত্রাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সরকার কার্যকর ভূমিকা রাখছে বলেও জানান তিনি। নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের প্রসঙ্গ টেনে রিজভী বলেন, বিএনপি চিরকালই নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী। বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের সময় মেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছিল। বর্তমান সরকার তা বিয়ে বা স্নাতক পর্যন্ত অবৈতনিক করার চিন্তাভাবনা করছে। একই সঙ্গে 'ফ্যামিলি কার্ড'-এর মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতা নারীদের হাতে তুলে দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন মহিলা দলের সভাপতি আফরোজা আব্বাস, সাধারণ সম্পাদক সুলতানা আহমেদসহ মহিলা দলের নারী নেত্রীরা।

গণতন্ত্র ফেরত পেয়েছি কিন্তু

পেয়েছি, কিন্তু মূল্য দিয়েছি অনেক বেশি। তিনি বলেন, রাষ্ট্র কখনোই এই শহীদ ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের ঋণ শোধ করতে পারবে না। এ দেশে যেন আর কোনোদিন এ ধরনের মর্মান্তিক ও নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ না ঘটে। বুধবার (৯ সেপ্টম্বর) জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন ও সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্যচিত্র দেখে অশ্রুসিক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তার সহধর্মিণী রাহাত আরা বেগম উপস্থিত ছিলেন। মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে একটি গণতান্ত্রিক, ন্যায়ভিত্তিক, বৈষম্যহীন ও মানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা আমাদের সবার দায়িত্ব। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস যথাযথভাবে তুলে ধরতে এ ধরনের স্মৃতি সংরক্ষণ ও জাদুঘরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। একই সঙ্গে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত সবার দ্রুত সুস্থতা ও কল্যাণ কামনা করেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের আত্মত্যাগকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবেও উল্লেখ করেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ও আত্মোৎসর্গকারী ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগ জাতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তিনি শহীদদের আত্মত্যাগ এবং আহতদের ত্যাগ ও সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। দর্শনার্থী টিকিট নিয়ে জুলাই জাদুঘরে প্রবেশ করে লংওয়াক-টু-ডেমোক্রেসির (দীর্ঘ গণতান্ত্রিক যাত্রা) ওয়াকওয়ে দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রার বিভিন্ন ধাপের ঐতিহাসিক চিত্র অবলোকন করেন রাষ্ট্রপতি। দীর্ঘ ১৬ বছর ফ্যাসিবাদী শাসনে শহীদদের স্মরণে নির্মিত মেমোরিয়াল ও রেপ্লিকা আয়নাঘর ঘুরে দেখেন তিনি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে জাদুঘর প্রাঙ্গণে একটি বৃক্ষরোপণ করেন রাষ্ট্রপতি। এছাড়া জাদুঘরের বিডিআর ম্যাসাকার, শাপলা ম্যাসাকার, নির্যাতনসামগ্রী, জোরপূর্বক গুমের সেকশনগুলো ঘুরে দেখেন তিনি। এ সময় শহীদদের চিঠি, স্মারক ও স্মৃতিচিহ্ন দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। জুলাই অভ্যুত্থানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও শিক্ষার্থী-জনতার সংগ্রামের অংশগুলো ঘুরে দেখেন তিনি। সবশেষ জুলাই জাদুঘরের মনসুন থিয়েটারে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখে রাষ্ট্রপতি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। পরিদর্শন শেষে জাদুঘরের পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন রাষ্ট্রপতি।

বরিশালে ভূমি অফিসের দুই

৯টা ১৫ মিনিটে আমানতগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আকস্মিক পরিদর্শনে যান বরিশালের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. ওবায়দুল্লাহ। পরিদর্শনকালে উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা শিমুল পাইন শান্তা ও অফিস সহায়ক মো. মজিবুর রহমানকে কর্মস্থলে পাওয়া যায়নি। নির্ধারিত সময়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে বিকেলে তাঁদের বদলির আদেশ জারি করে তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত (স্ট্যান্ড রিলিজ) করা হয়েছে। অফিস আদেশ অনুযায়ী, উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা শিমুল পাইন শান্তাকে মুলাদী উপজেলার গাছুয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিসে এবং অফিস সহায়ক মজিবুর রহমানকে মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা ভূমি অফিসে বদলি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বরিশাল জেলা প্রশাসক মো. মামুন খন্দকার বলেন, নির্ধারিত সময়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার প্রমাণ। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুই কর্মচারীকে বিকেলে বদলিপূর্বক স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম হিসেবে এ ধরনের আকস্মিক পরিদর্শন চলমান থাকবে বলে জানান জেলা প্রশাসক।

দেশে কোনো স্লিপার বাসের

বাস চলাচলের বৈধতা নিয়ে ২০২৫ সালে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মুহাম্মদ হুজ্জাতুল ইসলাম খান। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে একই বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট রুল জারি করেন। বিআরটিএর আইনজীবী রাফিউল ইসলাম জানান, রিটকারীর আরেকটি আবেদনের শুনানি নিয়ে আদালত স্লিপার বাস বিষয়ে তিন সদস্যের একটি স্বাধীন কারিগরি কমিটি গঠন করে প্রতিবেদন দিতে বলেছিল। আদালতের আদেশ পাওয়ার পর বিআরটিএ তিন সদস্যের ওই কমিটি গঠন করে। পরে কারিগরি কমিটি প্রতিবেদন দেয়। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিআরটিএ আদালতে কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদন দাখিল করে এবং জানায়, কোনো স্লিপার বাসের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়নি। রাফিউল ইসলামের ভাষ্য, রেজিস্ট্রেশন ছাড়া চলাচল করা স্লিপার বাস বন্ধের উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিআরটিএ বিভিন্ন সময়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে। এসব অভিযানে কিছু বাস ডাম্পিং করা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে জরিমানাও করা হয়েছে। এদিকে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে চলাচল করা স্লিপার এসি বাসকে বাধা না দেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে বাংলাদেশ স্লিপার এসি বাস মালিক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হাইকোর্টে আবেদন করেন। ওই আবেদনের শুনানিতে বিআরটিএর পক্ষে আইনজীবী রাফিউল ইসলাম সড়ক পরিবহন আইনের বিধানের বিষয়টি আদালতের সামনে তুলে ধরেন। তার ভাষ্য, রেজিস্ট্রেশনের পাশাপাশি রুট পারমিট ছাড়া কোনো গাড়ি রাস্তায় চলাচল করতে পারে না এবং রুট পারমিট ছাড়া চলাচলের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান রয়েছে। মালিক সমিতির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, স্লিপার বাস ছাড়া কিছু অনুমোদিত বাসকেও রাস্তায় চলাচলে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে আদালত বলেছে, পারমিটধারী বাসগুলো স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারবে, জানান বিআরটিএর আইনজীবী। রাফিউল ইসলাম বলেন, যেহেতু স্লিপার বাসের কোনো রেজিস্ট্রেশন বিআরটিএ দেয়নি, তাই স্লিপার বাস চলাচল নিয়ে আদালত কোনো আদেশ দেয়নি।

বরিশালে ময়লার ভাগাড়

দিনের জমানো ময়লা পরিষ্কার করার জন্য যান। ময়লা গাড়িতে তোলার সময় জাকির নামের একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী ড্রেন ও ময়লার স্তূপে কাচের বোতল ভর্তি অবস্থায় মানবদেহের দুটি বাচ্চার অবয়ব দেখতে পান। ?ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী পরিচ্ছন্নতাকর্মী জাকির জানান, ড্রেনের ময়লা সাফ করতে এসে আমরা কাচের বয়ামে দুটি বাচ্চা দেখতে পাই। একটি ছোট বয়ামে এবং আরেকটি বড় বোতলে পাই। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি সবাইকে জানাই। পরে পাশেই নতুন বাজার পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসেন। শেবাচিম হাসপাতালের লাশঘরের অস্থায়ী কর্মচারী আলমগীর হোসেন বলেন, 'আমার ছোট ভাই জাকির ড্রেনে ময়লা তুলতে গিয়ে দুইটা কাচের বোতলে বাচ্চার অবয়ব দেখে আমাকে খবর দেয়। আমি বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি। বোতলগুলো পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।' স্থানীয়দের ধারণা কারও অবৈধ সম্পর্কের ফসল দুটি মানব ভ্রূণ। হাসপাতাল বা ক্লিনিক অবৈধভাবে এই ভ্রূণ অপসারণের পর বোতলে ভরে ময়লার স্তূপে ফেলে দিয়েছে। যারা এই কাজের সাথে জড়িত তাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় নিয়ে আসার দাবি স্থানীয়দের। বরিশাল মেট্রোপলিটনের কোতোয়ালী মডেল থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. রেজাউল বলেন, 'খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মানবদেহের ভ্রূণ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।'

লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স

নিশ্চিত করে জানান, দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও অ্যাম্বুলেন্স দুটি আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

হাসিনা দিল্লি পালিয়েছে

করুন। তা আমরাও চাই। বুধবার বিকেলে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) কীর্তনখোলা অডিটোরিয়ামে 'বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তারুণ্যের রাজনৈতিক ভাবনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় এনসিপির শীর্ষ নেতা এসব কথা বলেন। জাতীয় ছাত্রশক্তি ববি শাখা এ সভার আয়োজন করে। সরকারি চাকরির ভাইভা পরীক্ষায় নম্বর বাড়ানোর প্রস্তাবের সমালোচনা করে নাহিদ ইসলাম বলেন, সরকারি চাকরির ভাইভা পরীক্ষায় ৪০০ শতাংশ নম্বর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার আগে বলেছিলেন- ভাইভা মার্ক হচ্ছে দলীয় নিয়োগের সুযোগ। সাধারণ চাকরির পরীক্ষায় ভাইভার মার্ক ২০০ নম্বর এবং বিসিএসে ৫০ নম্বর করা উচিত। আর তারা যখন সরকারে আসে, তখন উল্টো পথে যাচ্ছে। তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ৮০-এর দশক নিয়ে একটা ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। এ সরকারও মনে হয় ৮০-এর দশকে ফিরে যাবে। কারণ তারা গ্যাস-বিদ্যুৎ বাদ দিয়ে দিচ্ছে। সরকার ট্রেন্ডের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করছে। সংসদের বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ বলেন, আমরা মনে করি, সরকার ইতিবাচকভাবে ট্রেন্ডের সঙ্গে থাকুক। পুরো পৃথিবী সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ যাতে কোনোভাবে পিছিয়ে না যায়, এটা সবার প্রত্যাশা। জুলাই অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ টেনে এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের পর দুই বছর অতিবাহিত হয়েছে। এ সময় জুড়ে অন্তর্বর্তী সরকার শেষে এখন নির্বাচিত সরকার রয়েছে। নির্বাচিত সরকারের অনেক প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সেই প্রতিশ্রুতি কতটা পালন করতে পেরেছে, তা আপনারা বিচার করবেন। সভায় আরও বক্তব্য দেন- এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার, সদস্য ও সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি ডা. মাহমুদা আলম মিতু এবং বরিশাল জেলা সমন্বয়কারী আবু সাঈদ মুসা। ববি শাখা জাতীয় ছাত্রশক্তির আহ্বায়ক মোহাম্মদ বেলালের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব এসএম ওয়াহেদুর রহমানের সঞ্চালনায় এ সভা হয়। সভা শেষে '৩৬ জুলাই' শীর্ষক কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন নাহিদ ইসলাম।

বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুলাদীতে আঃ ছত্তার খানের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

মুলাদী প্রতিনিধি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র ৪৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে মুলাদীতে আঃ ছত্তার খানের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য র‍্যালীতে হাজারও মানুষের ঢল নামে। গতকাল বুধবার বেলা ১২টায় মুলাদী উপজেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে বরিশাল উত্তর জেলা বিএনপির ১নং সদস্য, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আঃ ছত্তার খানের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের হয়ে পৌর শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মুলাদী পৌরসভার চত্বরে আলোচনা সব অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালী পরবর্তি আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, পৌরসভা বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুর রব খান, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবিদুর রহমান শরীফ, বরিশাল জেলা ওলামা দলের সভাপতি মাওলানা গিয়াস উদ্দিন খান, পৌরসভা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মনজুর হোসেন হাওলাদার, মুলাদী সদর ইউনিয়ন বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান বিল্লাল, কাজির চর ইউনিয়ন বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ প্যাদা, গাছুয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুস সামাদ লালন, চরকালেখান ইউনিয়ন বিএনপি'র সাবেক সভাপতি রুহুল আমিন মাস্টার, সফিপুর ইউনিয়ন বিএনপি'র সাবেক সভাপতি ইসকান্দার আলী বাঘা, সম্পাদক বাবুল হাওলাদার, নাজিরপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আনসার উদ্দিন, ওয়ার্ড বিএনপি নেতা শাজাহান বেপারী, আক্তার হোসেন আকন, সেলিম আহমেদ দুলাল মল্লিক, আব্দুর রাজ্জাক চৌকিদার, বরিশাল উত্তর জেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক রুহুল আমিন খান, পৌরসভা কৃষকদল সভাপতি আল আমিন রাড়ী, সম্পাদক মিরাজ মুন্সি, বরিশাল উত্তর জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব নজরুল হাওলাদার, পৌরসভা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আফজাল হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক সেন্টু হাওলাদার, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা নজরুল ইসলাম সিকদার, উপজেলা মৎস্যজীবী দল সভাপতি আবুল কালাম মাঝি, পৌরসভা মৎস্য দলের সভাপতি ইব্রাহিম মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক আলতাব হোসেন খান, উপজেলা যুবদল নেতা শফিকুল ইসলাম অভি খান, মিলন মাষ্টার, রাসেল হাওলাদার, সোহেল হাওলাদার, আজিম আকন, পৌরসভার ছাত্রদলের সদস্য সচিব কবির হোসেন মোল্লা, উপজেলা মহিলা দলের সম্পাদিকা আফসানা মিম, পৌরসভা মহিলা দল আহবায়ক সালমা বেগম, সদস্য সচিব সুমি খান সহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। র‍্যালী শেষে বিএনপি নেতৃবৃন্দ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হাতে গড়া সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এবং দলীয় ঐক্য বজায় রেখে সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

হাম ও উপসর্গে মৃত্যু

বিভাগে ১৯ জন। এ পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ৪০৪ জন মারা গেছে ঢাকা বিভাগে। এরপরই সিলেট বিভাগে মৃত্যু হয়েছে ১৫৬ জনের। এছাড়া রাজশাহীতে ৯২, চট্টগ্রামে ৬৫, বরিশালে ৫৭, ময়মনসিংহে ৭৭, খুলনায় ৩৭ ও রংপুর বিভাগে মারা গেছে ১৪ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ১১৯ জন হামের উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে এসেছে। তাদের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ১ হাজার ৩৪ জন। এ নিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে হাম রোগী ভর্তির সংখ্যা দাঁড়ালো ১ লাখ ৪৭ হাজার ৩৯৩ জনে। তাদের মধ্যে ১ লাখ ৪১ হাজার ৮১৯ জন হাসপাতাল ছেড়েছে। দেশে এ পর্যন্ত সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৬৭ হাজার ৫৮০ জনে। আর নিশ্চিত হাম আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৯ হাজার ৯০৪ জন।

ভোলায় বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সার কারখানা

কৌশলগত উন্নয়ন কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। জুলাই ২০২৬ থেকে জুন ২০৩১ মেয়াদি এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশের প্রতিটি অঞ্চলের সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ভোলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ, সাধারণ মানুষের চাহিদা, উপকূলীয় জলবায়ু ঝুঁকি এবং অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় নিয়েই সাজানো হচ্ছে এই সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান। ভোলার বিপুল প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদকে জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যবহারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা জানানো হয় সংসদে। ভোলা জেলায় একটি নতুন ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। এর পাশাপাশি ভোলার ভেদুরিয়া ও ইলিশা গ্যাসক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন ৬০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এলএনজি-তে রূপান্তর করে লাইটারেজ অপারেশনের মাধ্যমে খুলনার বিদ্যুৎ হাবে সরবরাহের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলো চালু হলে ভোলার গ্যাসের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি দেশের সার্বিক জ্বালানি নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় হবে। সরকারপ্রধান বলেন, জাতীয় অর্থনীতিতে সমুদ্র ও উপকূলীয় সম্পদের কার্যকর অবদান বাড়াতে প্রণীত বিশেষ বিন্যাসে ভোলাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নতুন কৌশলগত কাঠামোর অধীনে ভোলা জেলা এবং এর আশেপাশের দ্বীপগুলোকে ব্লু ইকোনমির সেন্ট্রাল জোনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিশেষ জোনের আওতায় জাতীয় রুপালি সম্পদ ইলিশ ও অন্যান্য মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, উপকূলীয় বিস্তৃত চরাঞ্চলের সমন্বিত কৃষি বিকাশ, জলবায়ু সহনশীল সুরক্ষিত অবকাঠামো নির্মাণ এবং নৌ-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। ভোলার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান, গ্যাস ক্ষেত্র, উর্বর কৃষি জমি এবং বিপুল উপকূলীয় মৎস্যসম্পদের কথা বিবেচনায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছে সরকার। এই সমন্বিত উদ্যোগগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী দিনে দ্বীপ জেলা ভোলার সার্বিক অর্থনীতিতে এক নতুন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রত্যাশা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

রাজাপুর মডেল মসজিদে সাত দিন

ও মাইক বন্ধ রয়েছে। একই কারণে পানির পাম্পও চালু না থাকায় অজুর পানির ব্যবস্থাও ব্যাহত হচ্ছে। মসজিদটিতে প্রতিদিন প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ মুসল্লি নামাজ আদায় করেন। শুক্রবার জুমার নামাজে মুসল্লির সংখ্যা ৬০০ থেকে ৭০০ ছাড়িয়ে যায়। নারী মুসল্লিরাও নিয়মিত এখানে নামাজ পড়তে আসেন। বিদ্যুৎ ও পানির সংকটে নামাজের সময় তাঁদের দুর্ভোগ বেড়েছে। মসজিদের খাদেম মো. দেলোয়ার হোসেন জানান, মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে জেনারেটর কক্ষ থেকে হঠাৎ বিকট শব্দ আসে। বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেন। পরে সেখানে গিয়ে ব্রেকারসহ কয়েকটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। এরপর থেকে মসজিদের ভেতরের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। দেলোয়ার হোসেন জানান, বিদ্যুৎ না থাকায় মসজিদে অজুর পানির ব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে গেছে। কর্মীদের প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে থেকে বালতিতে করে পুকুরের পানি এনে ব্যবহার করতে হচ্ছে। মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি আলি হোসেন বলেন, বিদ্যুৎ না থাকায় মসজিদের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। গরমের কারণে মুসল্লিদের কষ্ট হচ্ছে। অজুর পানি না থাকায় নামাজের আগে অনেককে মসজিদের বাইরে গিয়ে অজু করতে হচ্ছে। মুসল্লি মো. সরোয়ার হোসেন তালুকদার জানান, মসজিদে অজুর পানি না থাকায় অনেক সময় বাইরে গিয়ে অজু করতে হয়। এতে জামাত শুরু হয়ে যাওয়ায় অনেকেই জামাতে অংশ নিতে পারেন না। বিদ্যুৎ সমস্যার কারণ জানতে বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) গণপূর্ত বিভাগের একজন বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী মসজিদটি পরিদর্শন করেছেন। মসজিদটি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়নি। তাই অভ্যন্তরের বৈদ্যুতিক সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। রাজাপুর পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসের ডিজিএম মো. আতাউর রহমান বলেন, খুঁটি থেকে মিটার হয়ে মেইন সুইচ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রয়েছে। মেইন সুইচের পর মসজিদের অভ্যন্তরের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় সমস্যা হলে সেটি তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। রাজাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিফাত আরা মৌরি বলেন, গণপূর্ত বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাঁদের বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী মসজিদটি পরিদর্শন করে গেছেন। ভেতরের কিছু যন্ত্রাংশ পড়ে যাওয়ার বিষয়টি তাঁরা জানিয়েছেন। সমস্যা সমাধানে কিছুটা সময় লাগবে বলেও জানানো হয়েছে। মুসল্লিদের দাবি, দ্রুত মসজিদের বিদ্যুৎ সরবরাহ চালুর পাশাপাশি অজুর পানির ব্যবস্থাও স্বাভাবিক করা হোক।

ইসলামের সুমহান বার্তা পৌঁছে

বিকেলে উজিরপুর উপজেলা জামায়াতের অস্থায়ী কার্যালয়ে কেন্দ্র ঘোষিত মাসব্যাপী দাওয়াতী গণসংযোগ কর্মসূচির অংশ হিসেবে দাওয়াতি সভায় এসব কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা আব্দুল খালেক। সঞ্চালনা করেন উপজেলা সেক্রেটারী খোকন সরদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য ও উজিরপুর উপজেলা নির্বাচনে দলীয় চেয়ারম্যান প্রার্থী এ্যাডভোকেট আজম খাঁন এবং জেলা কর্মপরিষদ সদস্য হাফেজ কাওছার হোসেন। এছাড়াও উপজেলা জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে জেলা আমীর উপজেলার শিকারপুর বন্দরে এলাকার বিভিন্ন মার্কেট, চায়ের দোকান ও অলিগলিতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। এ সময় আগ্রহী ব্যক্তিদের জামায়াতের সহযোগী সদস্য ফরম পূরণ করানো হয়।

বরিশালে ডেঙ্গুর প্রকোপে

কাছে ঘুরলেও তারা সবাই একই দাম চেয়েছেন। সাইজ অনুযায়ী ১০-২০ টাকা কমবেশি হলেও হাসপাতাল এলাকায় ১৪০, ১৬০ কিংবা ১৮০ টাকার নিচে কোনো ডাব পাওয়া যাচ্ছে না। রোগীর জন্য প্রয়োজন হওয়ায় স্বজনরা বাধ্য হয়েই বেশি দামে কিনছেন। ঝালকাঠি থেকে আসা মোস্তাফিজুর রহমানও একই অভিযোগ করেন। স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য দুই দিন ধরে শেবাচিম হাসপাতালে আছেন তিনি। রক্তস্বল্পতার কারণে একজন ডোনারের ব্যবস্থা করে তার জন্য হাসপাতালের মাঝের গেটের সামনে থেকে ১৬০ টাকা দিয়ে একটি ডাব কিনেছেন। মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, কিছুদিন আগেও ডাবের দাম এত বেশি ছিল না। হঠাৎ ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ার পর ডাবের চাহিদা বেড়েছে। এই সুযোগে কিছু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। প্রশাসনের উচিত বিষয়টি নজরদারিতে আনা। তবে বেশি দামে ডাব বিক্রির অভিযোগ মানতে নারাজ বিক্রেতারা। শেবাচিম হাসপাতালের সামনে ডাব বিক্রি করা সবুর হাওলাদার বলেন, আগে কম দামে ডাব কিনতাম, তাই কম দামে বিক্রি করতাম। এখন কেনা দামই বেশি। গাছের মালিকরাও আগের মতো কম দামে ডাব বিক্রি করেন না। পরিবহন ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে একটি ডাব ৮০ থেকে ১১০ টাকার বেশি পড়ে যায়। এরপর বিক্রি করতে হয়। অপর বিক্রেতা জামাল ফকির জানান, বাবুগঞ্জ, ঝালকাঠি ও পিরোজপুরসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে পাইকারি দরে ডাব সংগ্রহ করে বরিশালে আনেন তারা। গাড়িভাড়া ও শ্রমিকের খরচ যোগ হয়ে প্রতিটি ডাবের ক্রয়মূল্য ১০০ টাকার ওপরে পড়ে। তিনি বলেন, দিনে চার-পাঁচ ছড়া ডাব বিক্রি করি। একেক ছড়ায় ১৫ থেকে ১৭টি ডাব থাকে। ডাবপ্রতি ২০-৩০ টাকা লাভ থাকে। ডেঙ্গুর কারণে হাসপাতালে ডাবের চাহিদা বেড়েছে। চাহিদা বেশি থাকায় দামও কিছুটা বেড়েছে। ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের সময় ডাবের চাহিদাকে পুঁজি করে অস্বাভাবিক মূল্য আদায় বন্ধে নিয়মিত বাজার তদারকি ও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন রোগীর স্বজন ও সাধারণ ক্রেতারা। শুধু শেবাচিম হাসপাতাল এলাকায় নয়, বরিশাল নগরীর বিভিন্ন স্থানেও একই চিত্র দেখা গেছে। নগরীর সদর রোডের বিবির পুকুর পাড়, নথুল্লাবাদ ও রূপাতলী বাসস্ট্যান্ড, লঞ্চঘাট এবং আদালত চত্বর ঘুরে দেখা যায়, বেশিরভাগ ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা ১৫০ থেকে ১৮০ টাকা দরে ডাব বিক্রি করছেন। বিবির পুকুর পাড়ে কয়েকজন বিক্রেতাকে প্রতিটি ডাব ১৬০ টাকা করে বিক্রি করতে দেখা যায়। বেশি দাম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ ক্রেতারাও। বিবির পুকুর পাড়ে ডাব খেতে আসা ইউসিবিএল ব্যাংকের কর্মকর্তা প্রিন্স মাহমুদ বলেন, কিছুদিন আগেও ৮০ থেকে ১০০ টাকায় ডাব খেয়েছি। এখন সেই ডাবের দাম ১৫০-১৮০ টাকা। বাজার মনিটরিং না থাকার কারণে এমনটা হয়েছে বলে জানান এ ব্যাংক কর্মকর্তা। এদিকে ডাবের অতিরিক্ত দাম নেওয়ার অভিযোগে নজরদারি শুরু করেছেন বলে জানিয়েছেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়। উপপরিচালক অপূর্ব অধিকারী বলেন, ডাবের অস্বাভাবিক দাম নেওয়ার খবর পাওয়ার পর আমরা নজরদারি শুরু করেছি। বিভিন্ন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। অনেক বিক্রেতাই ডাব কেনার কোনো রসিদ দেখাতে পারেননি। তাদের সতর্ক করা হয়েছে। এরপরও নির্দেশনা না মানলে আইন অনুযায়ী জরিমানা করা হবে।

আগৈলঝাড়ায় মাদকবিরোধী

রাস্তার মোড়ে অভিযান চালিয়ে জাকির হোসেন (৩০) ও সজিব হোসেন (২৩)-কে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানায়। এছাড়া একই দিন পৃথক অভিযানে উপজেলার পশ্চিম মোল্লাপাড়া গ্রামের ত্রিমুখী মোড়ে নুরুল ইসলামের দোকানের সামনে অভিযান চালিয়ে হৃদয় বৈদ্য নয়ন হালদার ও তপু বালা -কে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার পৃথকঅভিযানে ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাদক মুক্ত আগৈলঝাড়া বার্তা ছরিয়ে দিলেন আগৈলঝাড়া থানার ওসি মোহাম্মদ মাসুদ খান বলেন মাদক নির্মূলে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে। উপজেলার কোথাও মাদক বিক্রি ও সেবনের সুযোগ দেওয়া হবে না। মাদকের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশের এমন ধারাবাহিক অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয়রা তাদের প্রত্যাশা, মাদক সরবরাহের উৎস ও বিক্রির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে ও অভিযান আরও জোরদার করা হবে তবে সুশীল সমাজবাসীর দাবি মাদক মুক্ত করুন।

কাজিরহাটে গাঁজার ব্যাগ নিয়ে

করেন, তার ব্যাগ থেকে ৫০০ টাকা চুরি হয়েছে। চায়ের দোকানদার জানান, স্থানীয় আজম খানের ছেলে শাওন কৌতুহলবশত ব্যাগটি ধরেছিল। এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে রশীদ হাওলাদারের নেতৃত্বে ১০-১৫ জনের একটি সংঘবদ্ধ দল কিশোর শাওনের বাবা আজম খানের কাছে গিয়ে ৩ হাজার টাকা দাবি করে। কিশোর শাওনের দাবি, সে চোর নয়—দুষ্টুমি করে ব্যাগটি খুলেছিল এবং সেই ব্যাগে গাঁজা ছিল। অন্যায়ভাবে দাবি করা টাকা দিতে অস্বীকার করায় রশীদ হাওলাদার ও তার লোকজনের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সাগর হাং, শামীম মৰ্জি, আহিদুল খাঁ, শাকিল, সোহরাব আখন, রিয়াজ হাং, আরাফাত দর্জিসহ কয়েকজন মিলে আজম খানের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় অভিযুক্তরা। তাকে বাঁচাতে তার খালাতো ভাই কালাম বেপারী এগিয়ে এলে তাকেও নির্মমভাবে পিটিয়ে আহত করা হয়। পরবর্তীতে হামলাকারীরা ভুক্তভোগীদের বাড়িতে গিয়েও তাণ্ডব ও ভাঙচুর চালায়। বিষয়টি স্বীকার করে সাগর হাং বলেন, আমরা ৩ হাজার টাকা চেয়েছিলাম। এছাড়া বাজারের আখ ব্যবসায়ী রাশেদ কবিরাজের ৮-১০টি আখ লুট করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও উঠেছে। আহত আজম খান (৩৫) বলেন, আমি বিষয়টি পরিষ্কার করতে থানায় গেলে ওই ব্যাগওয়ালা স্বীকার করে যে তার ব্যাগে গাঁজা ছিল এবং সে আমার কাছে মাফ চায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রশীদ হাওলাদারের পক্ষের লোকজন অহেতুক আমার ওপর ও আমার বাড়িতে হামলা চালায়। আহত কালাম বেপারী (২৫) জানান, ভাইকে বাঁচাতে গিয়েই তিনি সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছেন। অভিযুক্ত রশীদ হাওলাদার দাবি করেন, আমরা শুধু নালিশ করতে গিয়েছিলাম এবং মানসম্মান রক্ষায় ৩ হাজার টাকা ফেরত দিতে বলেছিলাম। এ বিষয়ে জানতে চাইলে কাজিরহাট থানার অফিসার ইনচার্জ মুঠোফোনে জানান ভুক্তভোগী পরিবার অভিযোগ করলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আন্ধারমানিক নদীতে ভেসে

পৌঁছেছে। খবর পেয়ে বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তিমিটির মরদেহ উদ্ধারে তৎপরতা শুরু করেন। সকাল থেকে নারী-পুরুষসহ বিভিন্ন বয়সী মানুষ নদীর তীরে ভিড় করে তিমিটি দেখেন। পরিবেশকর্মী ও কুয়াকাটা ডলফিন রক্ষা কমিটির আরিফুর রহমান বলেন, 'উপকূলে বারবার তিমি, ডলফিনসহ বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীর মৃতদেহ ভেসে আসা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। মৃত তিমিটির হাড় সংরক্ষণ করে গবেষণা ও শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশিষ্টাংশ দ্রুত মাটিচাপা দেওয়া না হলে পচে গিয়ে আশপাশের পরিবেশ দূষিত হতে পারে।' তালতলী বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান বলেন, 'কলাপাড়া ও তালতলীর সীমান্তবর্তী আন্ধারমানিক নদীর তীরে মৃত তিমিটি ভেসে যাচ্ছিল। তিমিটিকে নিশানবাড়িয়ার দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। সেখানে মাটিচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তার আগে তিমিটির প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিভিন্ন নমুনা সংরক্ষণ করা হবে।' শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন সায়েন্স অনুষদের সহকারী অধ্যাপক মীর মোহাম্মদ আলী বলেন, ছবিতে দেখা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে এটি একটি বেলিন তিমি বলে মনে হচ্ছে। সম্ভবত এটি ব্রাইডস তিমি। বঙ্গোপসাগরে এ প্রজাতির তিমি তুলনামূলক বেশি দেখা যায়। মীর মোহাম্মদ আলী বলেন, 'শরীর-বিস্তৃত নিরীক্ষা ছাড়া তিমিটির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। জালে আটকা পড়া, বড় জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ, সামুদ্রিক দূষণ ও প্লাস্টিক গ্রহণ, অসুস্থ অবস্থায় স্রোতের টানে অগভীর পানিতে চলে আসাসহ বিভিন্ন কারণে তিমিটির মৃত্যু হতে পারে।'

৫ দিনের ব্যবধানে স্কুলের অ্যাডহক

চিঠিতে গাছুয়া আবদুল কাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চার সদস্যের অ্যাডহক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে বোর্ড মনোনীত সভাপতি হিসেবে মো. মামুন হোসেনের নাম উল্লেখ করা হয়। কমিটির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ২০২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৭ সালের ২ মার্চ পর্যন্ত। এর পাঁচ দিন পর মঙ্গলবার শিক্ষা বোর্ড থেকে আরেকটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে সভাপতি হিসেবে মো. মামুন হোসেনের নাম বাদ দিয়ে সায়েস্তা ইয়াসমিনকে নতুন সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। তবে কমিটির অন্য তিন সদস্য-শিক্ষক প্রতিনিধি মো. এমরান হোসেন, অভিভাবক প্রতিনিধি মো. শফিকুল ইসলাম এবং সদস্যসচিব পদাধিকারবলে প্রধান শিক্ষক মো. জসিম উদ্দিনকে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদ-সংক্রান্ত প্রবিধান অনুযায়ী, কোনো কমিটি বা সভাপতির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অনিয়ম, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড বা গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হলে বিধিসম্মত প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে কোনো দৃশ্যমান তদন্ত বা প্রক্রিয়া ছাড়াই সভাপতি পরিবর্তন করা হয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সংশ্লিষ্টরা। স্থানীয় অভিভাবক জসিম উদ্দিন ব্যাপারী বলেন, 'শিক্ষা বোর্ডের মতো একটি দায়িত্বশীল সংস্থা থেকে মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে অনুমোদিত কমিটির সভাপতি পরিবর্তন করা রহস্যজনক। এর পেছনে কোনো প্রভাবশালী মহলের চাপ বা অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।' স্থানীয় অভিভাবক ও এলাকাবাসী বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে শিক্ষা বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অ্যাডহক কমিটির সদস্যসচিব মো. জসিম উদ্দিন বলেন, 'শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যালয় থেকে তিন সদস্যের প্যানেল তৈরি করে কমিটি গঠনের আবেদন করা হয়েছে। বোর্ড প্রথমে ৩ সেপ্টেম্বর মো. মামুন হোসেনকে এবং পরে ৮ সেপ্টেম্বর সংশোধন করে সায়েস্তা ইয়াসমিনকে সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছে। বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা ছাড়া বিদ্যালয়ের আর কোনো এখতিয়ার নেই।' সভাপতি পরিবর্তনের বিষয়ে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক মো. সাইদুর রহমান হাওলাদার বলেন, 'শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে বিদ্যালয় পরিদর্শন শাখা থেকে কমিটি অনুমোদন করা হয়। পরিপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও স্থানীয় সংসদ সদস্যের (এমপি) ডিও লেটারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। গাছুয়া আবদুল কাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি হিসেবে সায়েস্তা ইয়াসমিনকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য স্থানীয় এমপি ডিও লেটার দিয়েছিলেন। প্রথমে ঐ ডিও লেটারটি বোর্ডের নজরে আসেনি। পরে বিষয়টি নজরে এলে ৮ সেপ্টেম্বর সংশোধনী প্রজ্ঞাপন জারি করে ডিও দেওয়া ব্যক্তিকে সভাপতি করা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, আগের কমিটির সভাপতিকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি জানিয়ে একটি পত্র বিদ্যালয়ের ফাইলে দেওয়া হয়েছে। এক-দুই দিনের মধ্যে বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিষয়টি জানানো হবে।

ঝালকাঠিতে বেপরোয়া গতির

হয়। পরে ঝালকাঠি মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ম্যানেজার পঙ্কজ কান্তি বিশ্বাসকেও ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বরিশাল পাঠানো হয়েছে। ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মো. জাবির হাসান দিপু জানান, স্কুল শিক্ষার্থী অর্পিতার দুটি পা ভেঙে গেছে। মাথায় গুরুতর আঘাত এবং কান থেকে রক্তপাত অব্যাহত থাকায় প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে দ্রুত বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তার অবস্থা গুরুতর। এছাড়া ব্যাংক ম্যানেজারেরও পা ও মাথায় আঘাত আছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মোখলেছুর রহমান ও মিঠুন চন্দ্র দাস জানান, বিকেল সাড়ে তিনটায় ঝালকাঠি মহিলা কলেজের সামনে দিয়ে ওই স্কুলছাত্রী পায়ে হেঁটে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছিল। এ সময় পেছন থেকে একটি মোটরসাইকেল আনুমানিক ৮০ কিলোমিটার গতিতে মেয়েটিকে ধাক্কা দেয়। মুহূর্তেই অন্তত ৫ ফুট উঁচুতে ছিটকে গিয়ে রাস্তায় পরে যায় মেয়েটি। এরপর তার দু পায়ের ওপর দিয়ে মোটরসাইকেলটি গিয়ে ব্যাংক ম্যানেজারকে ধাক্কা দিলে সেও গুরুতর আহত হয়। ঝালকাঠি কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক সাগর ইসলাম জানান, স্কুলছাত্রী অর্পিতাকে যেভাবে মোটরসাইকেলে ধাক্কা দিয়েছে সেটি দৃশ্য দেখার মতো না। এসব বখাটে মোটরসাইকেল চালকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই। মোটরসাইকেল চালক শিহাবের বাবা ঝালকাঠি শহরের টিনপট্টি সড়কের ব্যবসায়ী ফরিদ আহমেদ বলেন, আমি শুনেছি, কিন্তু ছেলে বাসায় আসেনি। ও কেন যে আমাকে এতো বিপদে ফেলে। আমার ভাগ্যই খারাপ। ঝালকাঠি সদর থানার উপপরিদর্শক সৈয়দ বশির হাসান জানান, মোটরসাইকেলটি ঘটনাস্থল থেকে জব্দ করা হয়েছে। শহরের টিনপট্টি সড়কের ব্যবসায়ী ফরিদ আহমেদের ছোট ছেলে শিহাব মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছিলো বলে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বাড়ানোর

হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসুন। আমরা কোনো সরকারের বিপক্ষে নই, আমরা কোনো ভাইবার বিপক্ষেও নই। আমরা আপনাদের এই হঠকারী সিদ্ধান্তের বিপক্ষে।' ববি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী হাফিজ বলেন, 'সরকারের উদ্দেশ্য কী, সাধারণ জনগণ তা বুঝতে পেরেছে। আমরাও জানি ভাইভায় নম্বর বৃদ্ধির কারণ কী। আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে চাই–অনতিবিলম্বে সরকারকে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হবে। এই সিদ্ধান্ত থেকে তাদের ফিরে আসতে হবে। তাদের এই লিটমাস টেস্ট থেকে সরে আসতে হবে। যদি আপনারা এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসেন, তাহলে হাসিনার মতো একই পরিণতি ভোগ করতে হবে।' প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ১১ থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বাড়ানোর পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষায় পাস নম্বর কমিয়ে বিধিমালা পরিবর্তনের নানা খবর এসেছে। এ নিয়ে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান বলেন, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে বা বৈষম্য সৃষ্টির জন্য নয়; বরং দক্ষ-যোগ্য প্রশাসনিক জনবল নিশ্চিত করতেই সরকারি চাকরিতে (১১ থেকে ২০মত গ্রেডে কর্মচারী নিয়োগে) মৌখিক পরীক্ষার নম্বরে পরিবর্তন এনেছে সরকার।

তিন বছরের শিশুকে বাবার

তার বাবার জিম্মায় রাখার নির্দেশ দেন। ওই আদেশের বিরুদ্ধে বাদী জেলা ও দায়রা জজ আদালতে ফৌজদারি রিভিশন দায়ের করেন। বুধবার রিভিশন মামলার শুনানি শেষে জেলা ও দায়রা জজ আদালত নিম্ন আদালতের আদেশ বহাল রেখে শিশুটিকে তার বাবার জিম্মায় রাখার সিদ্ধান্ত দেন। বিবাদী পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. সাইফুল ইসলাম সোহেল বলেন, মুসলিম পারিবারিক আইন ও ১৮৯০ সালের গার্ডিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট অনুযায়ী, বাবা তার নাবালক সন্তানের স্বাভাবিক ও আইনগত অভিভাবক। তার দাবি, বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় সন্তানের হেফাজত তার কাছে থাকলে সেটিকে ফৌজদারি কার্যবিধির ১০০ ধারার অধীনে 'অন্যায় আটক' হিসেবে গণ্য করার সুযোগ নেই। তিনি আরও বলেন, শিশুটির বাবা ও দাদির তত্ত্বাবধানে বর্তমানে সে নিরাপদ ও স্বাভাবিক পরিবেশে রয়েছে। আদালতের এ আদেশের মাধ্যমে আইনের সঠিক প্রয়োগের পাশাপাশি শিশুটির সর্বোত্তম স্বার্থ ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়েছে।

বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কে বিটুমিনের

বেহাল দশায় চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন দক্ষিণাঞ্চলগামী যাত্রীরা। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে গৌরনদী উপজেলার ভুরঘাটা বাসস্ট্যান্ড থেকে উজিরপুরের সীমান্ত পর্যন্ত ১৯ কিলোমিটার মহাসড়ক ঘুরে দেখা গেছে, মহাসড়কের অসংখ্য স্থানে ছোট-বড় গর্তের চিত্র। বিশেষ করে ব্যস্ততম বার্থী বাসস্ট্যান্ড, ইল্লা, কটকস্থল, সাউদেরখালপাড়, টরকী বাসস্ট্যান্ড, মদিনা স্ট্যান্ড, গৌরনদী বাসস্ট্যান্ড, কাসেমাবাদ, বেজহার, মাহিলাড়া, বাটাজোর, বামরাইল ও সানুহার বাসস্ট্যান্ডের অবস্থা সবচেয়ে বেহাল। এসব বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সড়কের মাঝখানে ছোট-বড় অসংখ্য গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে চরম ঝুঁকির মধ্যে যানবাহন চলাচল করছে। সূত্রমতে, মহাসড়কের বেহাল দশার কারণে প্রায় প্রতিদিনই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। এর মধ্যে বিপর্যস্ত মহাসড়কের গর্তে ইট দিয়ে ভরাটের চেষ্টা করে যাচ্ছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। এমনকি মহাসড়কের বিভিন্ন অংশে ইটের সলিং করে নামমাত্র সংস্কার করা হয়েছে, যা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সড়কের গর্ত ইটের টুকরো দিয়ে সাময়িকভাবে ভরাট করা হলে যানবাহনের চাপ ও বৃষ্টির পানিতে সেগুলো দ্রুত সরে যাচ্ছে। এতে অল্প সময়ের মধ্যেই একই স্থানে আবারও গর্ত তৈরি হচ্ছে। এমনকি বেপরোয়া গতির যানবাহনের কারণে সেসব ইটের টুকরো ছিটকে পথচারী কিংবা ছোট যানবাহনের ওপর পড়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। আবার রোদের সময় এসব ইটের টুকরো ভেঙে সৃষ্টি হওয়া ধুলাবালিতে একাকার হয়ে যাচ্ছে মহাসড়ক। যে কারণে ছোট যানবাহনের চালক, পথচারী ও মহাসড়কের পাশের ব্যবসায়ীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এমনকি এসব ধুলাবালির কারণে বিভিন্ন রোগ দেখা দেওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। ফলে একদিকে সড়ক সংস্কারে সরকারি অর্থ ব্যয়ের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, অন্যদিকে জনদুর্ভোগ ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়েই চলছে। স্থানীয়রা জানান, সড়ক মেরামতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজের নির্ধারিত কারিগরি স্পেসিফিকেশন ও নির্মাণমান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি মেরামতকাজে ব্যবহৃত উপকরণ, পদ্ধতি ও গুণগত মান যাচাইয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীদের তদারকি কতটা কার্যকর, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। স্থানীয়রা আরও জানিয়েছেন, সড়কের গর্তে সাময়িকভাবে ইটের খোয়া বা অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকলে সেটি কোন ধরনের মেরামত পদ্ধতির আওতায় করা হচ্ছে, তা জনসমক্ষে স্পষ্ট করা উচিত। কারণ সাময়িক রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থায়ী সংস্কারের পদ্ধতি এক নয়। কাজের ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত উপকরণ ও কারিগরি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কি না, সেটিই এখন যাচাইয়ের বিষয়। স্থানীয় সচেতন মহলের দাবি, সাময়িক জোড়াতালি দিয়ে সড়ক মেরামতের পরিবর্তে নির্ধারিত কারিগরি মান বজায় রেখে টেকসই সংস্কার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি কাজের মান পরীক্ষা করে কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলে দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। মহাসড়কে নিয়মিত যাতায়াত করা দূরপাল্লার একাধিক চালক জানান, মহাসড়কের গৌরনদী অংশের কোথাও খানাখন্দ, আবার কোথাও ঢেউয়ের মতো উঁচু-নিচু। ফলে উঁচু-নিচু এই মহাসড়ক পার হতে মালবাহী ও যাত্রীবাহী পরিবহনের চাকা গর্তে পড়ে ইঞ্জিন ও টায়ার-টিউব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি যাত্রীদের চরম ভোগান্তি হচ্ছে। মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা দ্রুত মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবি জানান তারা। বরিশাল সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী মো. শাহিন খান বলেন, ভারী বর্ষণের কারণে সড়কের কোথাও কোথাও গর্ত হয়েছে। যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে তাৎক্ষণিকভাবে এসব গর্তে ইট-বালি ফেলে মেরামত করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ইট দিয়ে সংস্কারের প্রক্রিয়াটি প্রাথমিক কাজ। বৃষ্টি কমার পর স্থায়ীভাবে পাথর ও বিটুমিন ব্যবহার করে মহাসড়ক সংস্কারের কাজ করা হবে।

তেঁতুলিয়া নদীর তীব্র স্রোতে

ধসে নদীতে তলিয়ে গেছে। একই সঙ্গে পাশের পাকা সড়কের পিচ ও মাটির অংশও নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। ফলে সড়ক ও নদীর সংযোগস্থলে বড় ধরনের ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে। ভাঙন আরও বাড়তে থাকায় নদীতীরবর্তী ঝুঁকিপূর্ণ কয়েকটি পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাদের হাজিরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ঘটনাস্থলে থানা-পুলিশ, নৌপুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের রাখা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত কয়েক দিন ধরে তেঁতুলিয়া নদীতে পানির চাপ ও স্রোত বাড়তে থাকায় হাজিরহাট লঞ্চঘাট ও মসজিদসংলগ্ন এলাকায় ভাঙন শুরু হয়। ভাঙন ঠেকাতে পাউবো জিওব্যাগ ফেললেও তীব্র স্রোতের কাছে তা টিকছে না। ভাঙনের মুখে থাকা স্থানীয় বাসিন্দা নিজামুদ্দিন বলেন, 'আজ রাতের মধ্যে আমাদের ঘরবাড়ি নদীতে বিলীন হয়ে যেতে পারে। থাকার মতো কোনো জায়গা নেই। তাই স্থানীয়দের সহযোগিতায় ঘরের মালামাল সরিয়ে নিয়েছি। রাতে হয়ত অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমার বাবা খলিল মিয়া গত বছর মারা গেছেন। আমাদের পারিবারিক কবরস্থানও ঝুঁকিতে রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাবার ও দাদার কবরের মরদেহ সরিয়ে পুনরায় দাফনের ব্যবস্থা করব।' নিজামুদ্দিনের দাবি, মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর তীব্র ভাঙনে প্রায় ২০টি কবর নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। দ্রুত নদীভাঙন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি। ভাঙনের শিকার কয়েকজন নারী বলেন, 'এই ভাঙনের পর আমাদের থাকার কোনো জায়গা নেই। আজ রাত কীভাবে কাটবে জানি না। আমাদের স্বজনদের কবরও নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। রাতের মধ্যে ঘরবাড়িও ভেঙে যেতে পারে।' স্থানীয়দের অভিযোগ, গত ২০-২৫ বছর ধরে তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙনে হাজিরহাট এলাকার বিস্তীর্ণ ফসলি জমি ও বসতভিটা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। তাদের আশঙ্কা, এবার ভাঙন ঠেকানো না গেলে পাউবোর নির্মাণাধীন বেড়িবাঁধের বাকি অংশও নদীতে চলে যেতে পারে। এতে অর্ধশতাধিক বসতঘর ও কবরস্থান ছাড়াও হাজিরহাট বাজার, ঐতিহ্যবাহী হাজিরহাট জামে মসজিদ এবং হাজিরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয় হুমকির মুখে পড়বে। তারা দ্রুত জিওব্যাগ ফেলার কাজ জোরদারের পাশাপাশি স্থায়ী ও টেকসই নদীতীর রক্ষা বাঁধ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে ইউএনও মো. মাহমুদ হাসান মৃধা বলেন, 'স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। নদীর তীব্র স্রোতে রাতের মধ্যেই সড়কের বাকি সংযোগটুকুও ভেঙে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে।' তিনি আরও বলেন, বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে। দ্রুত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে কাজ শুরু করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ইউএনও আরও বলেন, নদীতীরবর্তী ভাঙনকবলিত এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ বাড়িঘর থেকে কয়েকটি পরিবারকে সরিয়ে হাজিরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। তাদের খাবারের ব্যবস্থাও করা হবে। নদীভাঙনে যেসব পরিবার বসতভিটা ও জমিজমা হারাবেন, তাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বর্ষায় পানির নিচে থাকে বিদ্যালয়ের

অভিভাবক মো. কাইয়ুম হোসেন খান বলেন, বিদ্যালয়ের চারপাশে পানি জমে থাকায় সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে আমরা উদ্বিগ্ন থাকি। যে কোনো সময় কোনো শিক্ষার্থী পানিতে পড়ে দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে। দ্রুত বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট ও পানি নিষ্কাশনের স্থায়ী ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্থানীয়দের দাবি, বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাটের জন্য এর আগে সরকারি বরাদ্দ দেওয়া হয়ে থাকলে তার যথাযথ ব্যবহার হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট, ক্ষতিগ্রস্ত প্রবেশপথে ইটের সলিং, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় স্থানে কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তারা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. তারিকুল ইসলাম দুলাল বলেন, বর্ষা মৌসুমে মাঠে পানি জমে যাওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাইকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা বন্ধ থাকে এবং বিদ্যালয়ে প্রবেশেও সমস্যা হয়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। দ্রুত মাঠ ও যাতায়াতের ব্যবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন। বাবুগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সাইদুর রহমান স্বপন বলেন, আমি এই উপজেলায় সদ্য যোগদান করেছি। উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শন করে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হবে। পশ্চিম রাজগুরু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও পরিদর্শন করে প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাবুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আসমা উল হুসনা বলেন, উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিচু মাঠ বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধ হয়ে পড়ার বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। তিনি আরও বলেন, এরই মধ্যে কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাটের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পশ্চিম রাজগুরু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিষয়টিও খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি পানি নিষ্কাশন ও শিক্ষার্থীদের নিরাপদ যাতায়াতের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে। বরিশাল জেলা প্রশাসক মো. মামুন খন্দকার বলেন, বাবুগঞ্জসহ আশপাশের উপজেলাগুলোর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিচু মাঠ ভরাটের বিষয়ে এরই মধ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্যোগ রয়েছে। আশা করছি, এ ধরনের সংকট দ্রুত নিরসন হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসম্মত ও নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

কাউখালীতে ৪৪টি প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে কোন্দল ও গ্রুপিং। এছাড়া কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অতিরিক্ত উপস্থিতি দেখা গেলেও অন্যগুলোতে তীব্র শিক্ষক সঙ্কট রয়েছে। সরকারি সময়সূচি না মেনে মনগড়া মতে বিদ্যালয় পরিচালনার অভিযোগও উঠেছে। একাধিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক অভিভাবকদের দাবি, শ্রেণি কার্যক্রমে মন না দিয়ে অনেক শিক্ষক ব্যক্তিগত প্রাইভেট ও কোচিং বাণিজ্যে বেশি ব্যস্ত থাকেন। ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে রিডিংও পড়তে পারছে না এবং প্রত্যাশিত ফলাফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষার মান ক্রমাগত নিম্নমুখী হওয়ায় বাধ্য হয়ে অভিভাবকরা সন্তানদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে নূরানী মাদরাসায় ভর্তি করাচ্ছেন। কাউখালী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ওয়াহিদুর রহমান বলেন, 'অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকায় প্রশাসনিক পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক একই পদের হওয়ায় অনেক শিক্ষক ভারপ্রাপ্তদের নির্দেশ গুরুত্ব দিতে চান না। তবে আমরা নিয়মিত রুটিনমাফিক তদারকি চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি, প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্থায়ী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হলে শিক্ষার মান দ্রুত উন্নত হবে।' পিরোজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোল্লা মো: বখতিয়ার রহমান বলেন, 'সমস্যাটি সম্পর্কে আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে অবগত আছি। বর্তমানে প্রধান শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে আশা করি খুব দ্রুতই সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের পদ সংক্রান্ত সঙ্কট কেটে যাবে এবং শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক গতি ফিরে পাবে।'

রয়টার্সের প্রতিবেদন: বিশ্বে সবচেয়ে

(৯ সেপ্টেম্বর) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একসময় হাম নির্মূলের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া বাংলাদেশে মার্চ থেকে এ পর্যন্ত সন্দেহভাজন ও নিশ্চিত মিলিয়ে হাম-সংশ্লিষ্ট ৯৯৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তবে বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে হামের উপসর্গে মারা গেছে ৯০২ জন এবং নিশ্চিত হামে মারা গেছে ১০০ শিশু। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে তিনজনের মৃত্যু হলেও নিশ্চিত হামে নতুন কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে রয়টার্স বলছে, মার্চে প্রাদুর্ভাব শুরুর পর দেশে ১ লাখ ৬৬ হাজারের বেশি সন্দেহভাজন হাম রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯ হাজার ৮৩৫ জনের সংক্রমণ পরীক্ষায় নিশ্চিত হয়েছে। হাম-সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর মধ্যে ১০০টি নিশ্চিত বলে জানানো হয়েছে। এ সময়ে ১ লাখ ৪৬ হাজারের বেশি সন্দেহভাজন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এপ্রিল থেকে দেশজুড়ে জরুরি হাম-রুবেলা টিকাদান কর্মসূচি চালু করা হলেও প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৪-২৫ সালে রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় শিশুদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বড় ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টিকা না পাওয়া শিশু এবং টিকা সরবরাহের সমস্যার কারণে বিশেষ করে ৯ মাসের কম বয়সী শিশুরা ঝুঁকিতে রয়েছে। এই বয়সী শিশুরা নিয়মিত হাম টিকার জন্য এখনো উপযুক্ত নয়। ফলে বিভিন্ন বয়সী মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন সোমবার সংসদে জানিয়েছেন, টিকা কেনার নীতিতে পরিবর্তনের কারণে সরবরাহে সংকট তৈরি হয়েছিল। ২০২৪ সালে একটি টিকাদান কর্মসূচি পিছিয়ে দেওয়া এবং পরের বছর দেশব্যাপী হাম-রুবেলা টিকাদান অভিযান বাতিল হওয়ায় আরও অনেক শিশু ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), ইউনিসেফসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংস্থাও নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমে ব্যাঘাতের বিষয়টি তুলে ধরেছে। প্রাদুর্ভাবের শুরুর দিকে আক্রান্তদের প্রায় ৮০ শতাংশই ছিল পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু। হামের পাশাপাশি ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ায় দেশের হাসপাতালগুলোও অতিরিক্ত চাপের মুখে পড়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর ডেঙ্গুতে ৪৫ হাজারের বেশি মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মঙ্গলবার একদিনে ডেঙ্গুতে ৯ জনের মৃত্যু এবং ১ হাজার ৫৭১ জনের হাসপাতালে ভর্তির খবর পাওয়া গেছে, যা চলতি বছরের সর্বোচ্চ দৈনিক সংখ্যা। ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক চিকিৎসক নন্দ দুলাল সাহা বলেন, রোগীর সংখ্যা এত বেশি যে সবাইকে জায়গা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। হাসপাতালটিতে হামের জন্য ৬০টি শয্যা থাকলেও অনেক রোগীকে মেঝেতে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে। ১ হাজার ৩৫০ রোগীর জন্য নির্মিত হাসপাতালটিতে বর্তমানে ২ হাজার ৩৫০ জনের বেশি রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন বলে জানান তিনি। হাম রোগীদের উপসর্গ উপশমে ব্যবহৃত শিশুদের স্যালাইনের ঘাটতিও পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

সৌদি আরবে হামলায় চটেছে

একটি দেশের ওপর হামলা হলে সেটিকে তিন দেশের ওপরই হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। পাকিস্তান, সৌদি আরব ও তুরস্কের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই প্রতিরক্ষা চুক্তি প্রয়োজনে সক্রিয় করা হতে পারে বলেও জানিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি শহর ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো লক্ষ্য করে হুথিদের হামলায় অন্তত ৭৩ জন বেসামরিক মানুষ আহত হয়েছেন। হামলায় আবহা, খামিস মুশাইত, জাজান ও নাজরান শহর আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। পাকিস্তান এসব হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে, সৌদি আরবের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার ওপর এটি সরাসরি আঘাত। পাকিস্তানের একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে খাজা আসিফ বলেন, ইয়েমেনের সংঘাত যদি সৌদি আরবে ছড়িয়ে পড়ে কিংবা কোনো ধরনের উসকানিবিহীন হামলা হয়, তাহলে চুক্তির পারস্পরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর হবে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতার সুযোগ নেই। এটি একটি যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রয়োজন হলে পাকিস্তান তার অঙ্গীকার পালন করবে। তবে আসিফ স্পষ্ট করেন, এই চুক্তি কোনো আক্রমণাত্মক সামরিক জোট নয়। তিন দেশ নিজেদের উদ্যোগে অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর জন্য এই চুক্তি করেনি। বরং চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো, তিন দেশের কোনো একটি আক্রান্ত হলে অন্য দুই দেশ তার পাশে দাঁড়াবে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন, পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হবে এবং আঞ্চলিক উত্তেজনা কমবে। তবে তিনি হুথিদের সতর্ক করে বলেন, ইয়েমেনের অভ্যন্তরীণ সংঘাতকে দেশের বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে তার পরিণতি হতে পারে। তার মতে, হুথিরা যদি সংঘাতকে সৌদি আরবের দিকে নিয়ে যায়, তাহলে চুক্তির আগ্রাসন প্রতিরোধের ধারাগুলো কার্যকর হয়ে যেতে পারে। হুথিদের অরাষ্ট্রীয় শক্তি হিসেবে উল্লেখ করে আসিফ বলেন, মুসলিম বিশ্বে ইরানের প্রতি সহানুভূতি ও ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। ইয়েমেনেও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে কোনো দ্বিপক্ষীয় বিরোধকে কাজে লাগাতে অরাষ্ট্রীয় শক্তিকে ব্যবহার করা হলে তা হুথিদের জন্যই ঝুঁকি তৈরি করবে।

হিজলা-মুলাদি-বাবুগঞ্জ-কাজিরহাট

হয়েছেন আজিজুল হাকিম সামি। কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল হোসেন ও দপ্তর সম্পাদক পদে দায়িত্ব পেয়েছেন জিহাদুল ইসলাম। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিএম কলেজে অধ্যায়নরত হিজলা-মুলাদি-বাবুগঞ্জ-কাজিরহাট শিক্ষার্থী কল্যান পরিষদের উপদেষ্টা মণ্ডলী ও কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. শেখ মো তাজুল ইসলামের স্বাক্ষরে নব গঠিত কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। নির্দেশনায়, আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এই আংশিক কমিটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে শিক্ষক উপদেষ্টা মণ্ডলীর কাছে জমা দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবগঠিত কমিটির সভাপতি হাওলাদার ফাহিম বলেন,এখানেই আপনাদের ঠিকানা যেখানে আমাদের মূল লক্ষ্য হলো একে অপরের পাশে দাঁড়ানো, বিপদে সাহায্য করা এবং একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়া। আমাদের এই পরিষদের প্রতিটি সদস্যের স্বপ্ন আর সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আসুন, আমরা সকলে মিলে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলি, যা আমাদের ছাত্রসমাজের জন্য একটি সত্যিকারের আলোর দিশারী হয়ে উঠবে"। সাধারণ সম্পাদক আবু বকর বলেন,"আলহামদুলিল্লাহ হিজলা-মুলাদী কাজীরহাট পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। এই দায়িত্ব কোনো ক্ষমতা নয়, বরং আমার কাছে একটি পবিত্র আমানত। ইনশাআল্লাহ, আপনাদের দোয়া ও সহযোগিতায় আমি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করার চেষ্টা করব"। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও নবগঠিত কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি আজিজুল হাকিম সামি বলেন, আজ আমাদের দীর্ঘ দিনের একটি স্বপ্ন এবং যাত্রা আনুষ্ঠানিকতা পেলো। একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চল হিজলা-মুলাদি-বাবুগঞ্জ ও কাজিহাটের শিক্ষার্থীরা বিএম কলেজে এসে পড়াশোনা করে কিন্তু তাদের অধিকার আদায় ও একত্রে মেলবন্ধনের কোন প্লাটফর্ম ছিলনা। তখন গত ২ বছর আগে এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায় ও মেলবন্ধনের মাধ্যমে একে-অপরকে যেন পাশে পায়, তাই উক্ত উপজেলা গুলোর কয়েকজন শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করে কার্যক্রম শুরু করি। একে একে অনেক শিক্ষার্থী যুক্ত হয় এবং দেড় বছরের মাথায় প্রথম সফলতা হিসেবে আমরা আমাদের রুটে কলেজ বাস পাই। দুই বছরের মাথায় আজ আমাদের কমিটি প্রকাশ হলো। সম্প্রীতির মাধ্যমে সবাইকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই।" শিক্ষার্থীরা, নবগঠিত কমিটির মাধ্যমে যেন তাদের অধিকার আদায় হয় ও পারস্পরিক সম্প্রতির মাধ্যমে সবাই একে-অপরের পাশে দাড়ায় এই আশা ব্যাক্ত করেছেন।

আমতলীতে শিক্ষকের বিরুদ্ধে

আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০১০ সালে ইকবাল হোসেন রুবেল সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। চাকুরীতে যোগদানের পরপরই তিনি ছাত্রীদের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পরেন। এ নিয়ে তার বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। গত বছর ২৫ মে শিক্ষক রুবেল ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উত্যক্ত এবং ওয়াস রুমের ভিডিও ধারণ করেন। ওই ভিডিও দেখিয়ে ছাত্রীদের ব্লক মেইল করে তাদের সঙ্গে অনৈতিক প্রস্তাব দেন এমন অভিযোগ ছাত্রীদের। এতে ফুসে উঠে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ওই সময় বিদ্যালয়ের একাধিক ছাত্রী আমতলী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে শিক্ষক রুবেলের বিচার চেয়ে অভিযোগ দেন। ওই বছর ২৭ মে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপার ভাইজার মোঃ মাহমুদ সেলিম তদন্তে যান। তিনি তদন্তে করতে গিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রীদের সঙ্গে লিখিত বক্তব্য নেন। পরে তিনি ওই বছর ৩১ জুলাই সহকারী শিক্ষক মোঃ ইকবাল হোসেন রুবেলের বিরুদ্ধে ঘটনার সত্যতা পেয়ে প্রধান শিক্ষক গাজী গোলাম ফারুককে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করেন। ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন সহকারী শিক্ষক ইকবাল হোসেন রুবেনের কর্মকান্ড চাকুরীবিধি ১৯৭৯ এর নৈতিক স্খলন এবং অসদারণের শামিল। তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। কিন্তু প্রতিবেদন দেয়ার এক বছর এক মাস পেরিয়ে গেলেও প্রধান শিক্ষক গাজী মোঃ গোলাম ফারুক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। এতে তিনি আবার ছাত্রীদের সঙ্গে অনৈতিক কাজের সুযোগ পান। গত ৩১ আগষ্ট ওই বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর এক ছাত্রীকে উত্যক্ত করেন। এ বিষয়ে ওই ছাত্রীর ভাই সহকারী শিক্ষক ইকবাল হোসেন রুবেলের বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিযোগ দেন। গত বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা ডেকে ঘটনার সত্যতা পেয়ে সহকারী শিক্ষক ইকবাল হোসেন রুবেলকে শাসিয়ে দেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রী বলেন, প্রত্যেক ক্লাসে একজন ছাত্রী তার সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে হবে। নইলে তিনি নানাভাবে মেয়েদের হয়রানী করছেন। তারা আরো বলেন, গত বছর স্যারে ছাত্রীদের ওয়াস রুমে গিয়ে ভিডিও ধারণ করেছেন। ওই ভিডিও দেখিয়ে ব্লাকমেইল করে তার সাথে অনৈতিক কাজে লিপ্ত করতেন। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও প্রধান শিক্ষক বিষয়টি জেনেও কোন ব্যবস্থা নেয়নি। তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার দাবী তাদের। বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক মোঃ ইকবাল হোসেন রুবেল বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ মিথ্যা। গত বছর আমার বিরুদ্ধে কি প্রতিবেদন দিয়েছেন তা আমার জানা নেই? আমি ষড়যন্ত্রের স্বীকার। বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক গাজী মোঃ গোলাম ফারুক বলেন, শিক্ষক রুবেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তদন্ত প্রতিবেদন দিয়েছিল তা সত্য । কিন্তু তৎকালিন কমিটি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। কুকুয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মোঃ কুতুব উদ্দিন তালুকদার বলেন, শিক্ষক ইকবাল হোসেন রুবেলের বিরুদ্ধে এক ছাত্রীর পরিবার অভিযোগ দিয়েছিল। ওই ঘটনার সত্যতা পেয়েছি। তিনি আরো বলেন, শিক্ষক রুবেল ছাত্রীর অভিভাবকের কাছে ক্ষমা চাওয়ায় তাকে শেষবারের মত ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এরপর যদি কোন অভিযোগ পাই, তার বিরুদ্ধে চাকুরীবিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে। আমতলী উপজেলা শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপার ভাইজার মোঃ সেলিম মাহমুদ বলেন, শিক্ষক ইকবাল হোসেন রুবেলের বিরুদ্ধে মেয়েকের ওয়াস রুমে ভিডিও ধারন ও অনৈতিক সম্পর্কের সত্যতা পাওয়া গেছে। চাকুরীবিধি ১৯৭৯ এর নৈতিক স্খলন ও অসদাচারনে তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। আমতলী উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসান মোঃ হাফিজুর রহমান বলেন, বিষয়টি আমি জেনেছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দেশের ৮টি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ

ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দুটি প্যাকেজে এসব সরঞ্জাম কেনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্পটির মেয়াদ শুরু হয় ২০১৬ সালের ১ জুলাই। প্রকল্পটির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে ২০২৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। প্রকল্পটির মোট সংশোধিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ২০২ কোটি ৩৯ লাখ ২৭ হাজার টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন ২৭৫ কোটি ৮৮ লাখ ৯ হাজার টাকা এবং জাইকার ঋণ ৯২৬ কোটি ৫১ লাখ ১৮ হাজার টাকা। প্রকল্পের আওতায় দেশের আটটি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডায়াগনস্টিক ইমেজিং ব্যবস্থা আধুনিকায়নের কথা বলা হলেও বর্তমান দুটি ক্রয় প্রস্তাবের আওতায় সাতটি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য সরঞ্জাম কেনা হচ্ছে। সরঞ্জামগুলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডায়াগনস্টিক ইমেজিং ব্যবস্থায় যুক্ত হবে। জানা গেছে, ক্রয় প্রক্রিয়ায় প্রচলিত আইন, বিধি ও নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নের পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়ে জাইকার অনাপত্তিও নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব দুটি পর্যালোচনা করে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের সম্মতি দেয়। এর প্রেক্ষিতে সরকরি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে প্রস্তাব দুটি উপস্থান করা হয় এবং মন্ত্রিসভা কমিটি প্রস্তাব দুটি পর্যালোচনা করে অনুমোদন দিয়েছে। দুটি প্যাকেজে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৬৯ কোটি ৪৯ লাখ ৪০ হাজার ৩০৬ টাকা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো বিভাগীয় পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালগুলোতে আধুনিক রোগ নির্ণয় সুবিধা বাড়ানো। এর মাধ্যমে জটিল রোগ শনাক্তকরণে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়বে এবং রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানী বা বেসরকারি হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর সুযোগ তৈরি হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের অর্থের পাশাপাশি জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) ঋণ ব্যবহার করা হচ্ছে। একটি প্যাকেজে কেনা হবে ডিজিটাল এক্স-রে, অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, গ্যাস্ট্রোস্কোপি, কোলনোস্কোপি এবং প্যাক্স/রিস (পিএসিএস/আরআইএস)। এ প্যাকেজের জন্য সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবে (আরডিপিপি) বরাদ্দ রয়েছে ২১৪ কোটি ৬২ লাখ টাকা। এর বিপরীতে সর্বনিম্ন ও যোগ্য দরদাতা হিসেবে জাপানের এরবিস ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেডকে সরবরাহকারী হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রস্তাবিত দর ২৫০ কোটি ২৭ লাখ ১০ হাজার জাপানি ইয়েন। নির্ধারিত বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২০২ কোটি ৩৬ লাখ ৯১ হাজার ৩০৬ টাকা। অর্থাৎ বরাদ্দের চেয়েও কম অর্থে এ প্যাকেজের সরঞ্জাম কেনার প্রস্তাব করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রথম দফায় ২০২৩ সালের ২৮ মার্চ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। তখন দুটি প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশ নিলেও উভয়ের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য না হওয়া এবং জাইকার অনাপত্তি না পাওয়ায় পুনঃদরপত্র আহ্বানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরে ২০২৫ সালের ২৯ আগস্ট পুনঃদরপত্র প্রকাশ করা হয়। একই বছরের ১৯ নভেম্বর কারিগরি প্রস্তাব খোলা হয়। এতে এরবিস ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড এবং গ্রিন হাসপাতাল সাপ্লাই ইনকরপোরেটেড অংশ নেয়। কারিগরি মূল্যায়নে এরবিস ইঞ্জিনিয়ারিংকে যোগ্য বা 'রেসপনসিভ' এবং গ্রিন হাসপাতাল সাপ্লাইকে অযোগ্য বা 'নন-রেসপনসিভ' বিবেচনা করা হয়। এরপর ২০২৬ সালের ২০ এপ্রিল কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে জাইকার অনাপত্তি পাওয়া যায়। পরে ২৪ মে আর্থিক প্রস্তাব খোলা হয়। আর্থিক মূল্যায়নেও এরবিস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দর গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে জাইকার চূড়ান্ত অনাপত্তি পাওয়া যায় ২৯ জুলাই। এরবিস ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড জাপানের টোকিওতে। এদিকে আর একটি প্যাকেজে রয়েছে এমআরআই, সিটি স্ক্যানার, ম্যামোগ্রাফি ও আলট্রাসনোগ্রাফি। এ প্যাকেজে আরডিপিপিতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২১৫ কোটি ৩২ লাখ টাকা। এর বিপরীতে ব্যয় হবে ১৬৭ কোটি ১২ লাখ ৪৯ হাজার টাকা। এ প্যাকেজের সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে ফুজিফিল্ম হেলথ কেয়ার এশিয়া প্যাসিফিক পিটিই লিমিটেড এবং ফুজিফিল্ম মিডল ইস্ট এফজেডই দুবাইয়ের যৌথ উদ্যোগকে সরবরাহকারী হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। যৌথ উদ্যোগটির দর ১ কোটি ৩৭ লাখ ১০ হাজার মার্কিন ডলার। নির্ধারিত বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১৬৭ কোটি ১২ লাখ ৪৯ হাজার টাকা। এ দর সরকারি প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে কম এবং প্যাকেজের জন্য নির্ধারিত বরাদ্দের মধ্যে রয়েছে। এ প্যাকেজের দরপত্রে তিনটি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। এগুলো হলো- এরবিস ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড, ফুজিফিল্ম হেলথ কেয়ার এশিয়া প্যাসিফিক পিটিই লিমিটেড ও ফুজিফিল্ম মিডল ইস্ট এফজেডই দুবাইয়ের যৌথ উদ্যোগ এবং সিমেন্স হেলথিনিয়ার্স লিমিটেড। কারিগরি মূল্যায়নে এরবিস ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফুজিফিল্মের যৌথ উদ্যোগকে যোগ্য বিবেচনা করা হয়। সিমেন্স হেলথিনিয়ার্সকে কারিগরি মূল্যায়নে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ২৪ মে আর্থিক প্রস্তাব খোলা হলে ফুজিফিল্মের যৌথ উদ্যোগের দর সর্বনিম্ন হিসেবে বিবেচিত হয়। এরবিস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দর ছিল ২৫০ কোটি ২৭ লাখ ১০ হাজার জাপানি ইয়েন, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৯৭ কোটি ৫১ লাখ ৪ হাজার ১৪৯ টাকা। ফলে প্রতিষ্ঠানটি দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা হয়। অন্যদিকে ফুজিফিল্মের যৌথ উদ্যোগের দর বাংলাদেশি মুদ্রায় দাঁড়ায় ১৬৭ কোটি ১২ লাখ ৪৯ হাজার টাকা। এই দরই সর্বনিম্ন হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যাদেশ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। ফুজিফিল্ম কার্যালয় সিঙ্গাপুরে অবস্থিত।

অনলাইনে বিয়ে-তালাক নিবন্ধন

বিভাগের সঙ্গে ব্র্যাকের সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়েছে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, প্রকল্পের আওতায় জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ডাটাবেজের সঙ্গে অনলাইন বিয়ে ও তালাক নিবন্ধন ব্যবস্থার আন্তঃসংযোগ করা হবে। এর মাধ্যমে বর-কনের পরিচয় ও বয়স যাচাই করা যাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, নারী ১৮ বছর এবং পুরুষ ২১ বছর পূর্ণ না করলে বিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করা যাবে না। পাইলট প্রকল্পের জন্য গাজীপুরের কালীগঞ্জ, গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া, শেরপুরের ঝিনাইগাতী, কুড়িগ্রাম সদর, গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ, নড়াইল সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা, সিলেট সদর, কক্সবাজারের চকরিয়া ও কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় রিয়েল টাইম কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ, ডাটা সেন্টার ও ব্যাকআপ ব্যবস্থা, অনলাইন নিবন্ধন সফটওয়্যার এবং নিকাহ রেজিস্ট্রারদের প্রয়োজনীয় আইটি সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে। এর ফলে বিয়ে ও তালাকের তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সংরক্ষণ এবং দ্রুত ডিজিটাল সনদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। প্রকল্পসংশ্লিষ্টদের তথ্য অনুযায়ী, অনলাইন বিয়ে নিবন্ধন সফটওয়্যার উন্নয়নের কাজ প্রায় ৯৫ শতাংশ শেষ হয়েছে। ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার থেকে ক্লাউড সার্ভার বরাদ্দ নেওয়া হয়েছে। জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ও এনআইডি ডাটাবেজের সঙ্গে এপিআই সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি সোনালী ব্যাংকের পেমেন্ট গেটওয়ে ও বায়োমেট্রিক ডিভাইস পরীক্ষামূলকভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, পাইলট এলাকার নিকাহ রেজিস্ট্রারদের ১০ দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন, প্রশিক্ষক প্রস্তুত এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ভেন্যু নির্ধারণে ব্র্যাক কারিগরি সহায়তা দেবে। পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডিজিটাল বিয়ে নিবন্ধনের গুরুত্ব ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতেও কাজ করবে সংস্থাটি। পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রায় ১১ কোটি টাকা ব্যয় হবে। চুক্তির মেয়াদ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্প সফল হলে পাইলটের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সারাদেশে অনলাইন বিয়ে ও তালাক নিবন্ধন ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

সৌদি আরবে হামলায় চটেছে পাকিস্তান মক্কা চুক্তি সক্রিয়ের হুঁশিয়ারি

কীর্তনখোলা ডেস্ক

সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলে ইয়েমেনের হুথিদের হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা আরও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ সতর্ক করে বলেছেন, মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তির আওতাভুক্ত কোনো ৩ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ বৃহস্পতিবার ॥ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ॥ ২৭ ভাদ্র ১৪৩৩

রয়টার্সের প্রতিবেদন: বিশ্বে সবচেয়ে বেশি হাম-প্রাদুর্ভাব এখন বাংলাদেশে

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি হাম প্রাদুর্ভাবের মুখোমুখি হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)। এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স। বুধবারের ৩ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কে বিটুমিনের পরিবর্তে ইট বালু দিয়ে সংস্কার

গৌরনদী প্রতিনিধি

পাথর ও পিচের পরিবর্তে ইটের সলিং করে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ নামমাত্র সংস্কার করছে বরিশাল সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ। এতে সড়ক সংস্কারে নির্ধারিত কারিগরি স্পেসিফিকেশন ও নির্মাণমান অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। একই সঙ্গে কাজের মান যাচাই এবং সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের তদারকি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সরেজমিন দেখা গেছে, কয়েক সপ্তাহের টানা বর্ষণে অসংখ্য খানাখন্দে ভরে গেছে দক্ষিণাঞ্চলের প্রবেশদ্বারখ্যাত ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গৌরনদী অংশ। সড়কের কোথাও কোথাও পিচ-পাথর টিলার মতো উঁচু হয়ে আছে। কোথাও সৃষ্টি হয়েছে ছোট-বড় অসংখ্য গর্ত। যা দেখে বোঝার উপায় নেই, এটি ব্যস্ততম ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক। দীর্ঘদিন ধরে সড়কটির ৩ এর পাতায় দেখুন

কাউখালীতে ৪৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেই প্রধান শিক্ষক

কাউখালী প্রতিনিধি

পিরোজপুরের কাউখালীতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চরম প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক সঙ্কটের মুখে পড়েছে। উপজেলার ৬৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ২৩টিতে স্থায়ী প্রধান শিক্ষক রয়েছেন। বাকি ৪৪টি বিদ্যালয়ই চলছে প্রধান শিক্ষক ছাড়া। সহকারী শিক্ষকরাই ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, যার ফলে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে দেখা দিয়েছে চরম বিশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক স্থবিরতা। স্থানীয়দের অভিযোগ, সমকক্ষ পদের হওয়ায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের কোনো নির্দেশনা মানছেন না অন্য সহকারী শিক্ষকরা। এতে করে প্রশাসনিক কার্যক্রম ভেঙে পড়ার পাশাপাশি ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান। অনেক ৩ এর পাতায় দেখুন

তেঁতুলিয়া নদীর তীব্র স্রোতে আকস্মিক নদীভাঙন

দশমিনা প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর দশমিনায় তেঁতুলিয়া নদীর তীব্র স্রোতে আকস্মিক নদীভাঙন দেখা দিয়েছে। এতে হাজিরহাট এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) দেওয়া জিওব্যাগসহ সড়কের একটি অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। ভাঙনের মুখে পড়েছে অর্ধশতাধিক বসতঘর ও শতাধিক কবরস্থান। মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে হাজিরহাট লঞ্চঘাটের পশ্চিম-উত্তর পাশে এ ভাঙন দেখা দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন দশমিনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মাহমুদ হাসান মৃধা ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম। সরেজমিনে দেখা যায়, নদীর তীব্র স্রোতের টানে তীর রক্ষায় পাউবোর ফেলা শতাধিক জিওব্যাগ ৩ এর পাতায় দেখুন

বর্ষায় পানির নিচে থাকে বিদ্যালয়ের মাঠ, ভোগান্তিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর ইউনিয়নের ১০২ নম্বর পশ্চিম রাজগুরু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতায় তলিয়ে যায়। এতে বিদ্যালয়ে যাতায়াত, খেলাধুলা ও স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমে দুর্ভোগে পড়ে শিক্ষার্থীরা। দীর্ঘ সময় পানি জমে থাকায় বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকিও। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিদ্যালয়ের মাঠটি আশপাশের এলাকার তুলনায় নিচু। এর পাশাপাশি পশ্চিম রাজগুরু ও দক্ষিণ ভূতেরদিয়া এলাকার সড়ক নির্মাণের সময় পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা এবং প্রয়োজনীয় স্থানে কালভার্ট না থাকায় বৃষ্টির পানি সহজে সরতে পারে না। ফলে বর্ষা এলেই বিদ্যালয়ের মাঠ ও প্রবেশপথে পানি জমে যায়। পানি জমে থাকায় অনেক সময় শিক্ষার্থীদের পানির মধ্য দিয়েই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হয়। এতে একদিকে যেমন দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে, অন্যদিকে দীর্ঘদিন পানি জমে থাকায় পানিবাহিত রোগের ঝুঁকিও তৈরি হচ্ছে। বিদ্যালয়ে প্রবেশের একটি অংশের রাস্তাও বর্ষার পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিক্ষার্থীর ৩ এর পাতায় দেখুন

আন্ধারমানিক নদীতে ভেসে এলো ৩২ ফুট দীর্ঘ মৃত তিমি

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরগুনার তালতলীতে আন্ধারমানিক নদীর তীরে প্রায় ৩২ ফুট দীর্ঘ একটি মৃত তিমি ভেসে এসেছে। বুধবার সকাল ৭টার দিকে উপজেলার বড়বগি ইউনিয়নের চরপাড়া গ্রামের কাছে এই মৃত তিমিটিকে দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর ছড়িয়ে পড়লে বিশাল আকৃতির তিমিটি দেখতে নদীর তীরে ভিড় করেন উৎসুক মানুষ। স্থানীয়দের ধারণা, বঙ্গোপসাগর থেকে স্রোতের সঙ্গে ভেসে তিমিটির মরদেহ আন্ধারমানিক নদীর মোহনায় ৩ এর পাতায় দেখুন

ঝালকাঠিতে বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেল ধাক্কায় আহত ২

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠি শহরের মহিলা কলেজের সামনে একটি বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সপ্তম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রী ও একজন ব্যাংক ম্যানেজার গুরুতর আহত হয়েছে। এরমধ্যে ঝালকাঠি কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণির অর্পিতা সরকারের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় দ্রুত বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা ৩ এর পাতায় দেখুন

অনলাইনে বিয়ে-তালাক নিবন্ধন, রোধ হবে বাল্যবিয়ে-বহুবিয়ে-জালিয়াতি

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বিয়ে ও তালাক নিবন্ধন ব্যবস্থা ডিজিটাল করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। 'সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স: বিয়ে ও তালাক নিবন্ধনের আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে দেশের ১০টি জেলার ১০টি উপজেলার ১০২টি ইউনিয়নে অনলাইনে বিয়ে ও তালাক নিবন্ধন কার্যক্রম চালু করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে আইন ও বিচার ৩ এর পাতায় দেখুন

কাজিরহাটে গাঁজার ব্যাগ নিয়ে বিতর্কের জের ধরে বসত ঘরে হামলা

নুরে রাব্বি নাঈম, মেহেন্দিগঞ্জ

মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার আদর্শ নগর ইউনিয়নের রহমানেরহাটে টাকা চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এক কিশোরের পরিবারের ওপর দফায় দফায় সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন। হামলাকারীরা ক্ষান্ত না হয়ে ভুক্তভোগী পরিবারের বসত ঘরে গিয়েও হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, ঘটনার একদিন আগে রহমানের হাট বাজারের একটি চায়ের দোকানে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি একটি ব্যাগ রেখে যান। পরদিন ওই ব্যক্তি এসে দাবি ৩ এর পাতায় দেখুন

৫ দিনের ব্যবধানে স্কুলের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি পরিবর্তন

মুলাদী প্রতিনিধি

বরিশালের মুলাদী উপজেলার গাছুয়া আবদুল কাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটি অনুমোদনের পাঁচ দিনের মাথায় সভাপতি পরিবর্তন করে নতুন কমিটি অনুমোদন দিয়েছে বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। আগের কমিটি বাতিল বা সভাপতি পরিবর্তনের বিষয়ে প্রথম আদেশে কোনো কারণ উল্লেখ না থাকায় বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় শিক্ষার্থী-অভিভাবক ও বিদ্যালয়ের হিতৈষীদের মধ্যে প্রশ্ন ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বিদ্যালয় কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ৩ সেপ্টেম্বর বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক মো. সাইফুর রহমান হাওলাদার স্বাক্ষরিত এক ৩ এর পাতায় দেখুন

রিভিশন মামলা খারিজ

তিন বছরের শিশুকে বাবার জিম্মায় রাখার রায় বহাল

বরগুনা প্রতিনিধি

বরগুনায় খালার করা ফৌজদারি রিভিশন মামলা খারিজ করে ৩ বছর ৪ মাস বয়সি কন্যাশিশুকে তার বাবার জিম্মায় দেওয়ার নিম্ন আদালতের আদেশ বহাল রেখেছেন জেলা ও দায়রা জজ আদালত। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) রিভিশন মামলার শুনানি শেষে আদালত এ আদেশ দেন। মামলা সূত্রে জানা যায়, বরগুনা সদরের বাসিন্দা মো. সোলায়মানের স্ত্রী মোনালিসা জেরিন ২০২৫ সালের ৬ জুন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এরপর তাদের একমাত্র কন্যা মোসা. রুকাইয়া ইসলাম ইয়ানার জিম্মা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। শিশুটির খালা শারমিন সুলতানা আসমা দাবি করেন, জন্মের পর থেকেই শিশুটি তার কাছে লালিত-পালিত হয়ে আসছিল এবং তার বাবা শিশুটিকে জোরপূর্বক নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছেন। এ অভিযোগে তিনি ২০২৬ সালের ২৭ মে বরগুনার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১০০ ধারায় এমপি মামলা নং-৩০২/২০২৬ দায়ের করেন। আদালতের নির্দেশে পুলিশ ৪ জুন শিশুটিকে উদ্ধার করে আদালতে হাজির করে। পরে ১৮ জুন উভয় পক্ষের শুনানি শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি নথিজাত করে শিশুটিকে ৩ এর পাতায় দেখুন

মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বাড়ানোর প্রস্তাবের প্রতিবাদে মানববন্ধন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

সরকারি চাকরির ১১ থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বাড়ানোর প্রস্তাবের প্রতিবাদে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) মানববন্ধন করেছেন শিক্ষার্থীরা। বুধবার দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নম্বর গেটের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বৃদ্ধির প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও মেধার যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করার দাবি জানান তাঁরা। ববির আইন বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ইমন আলী বলেন, 'আমরা চাই, দেশের সব নাগরিকের চাকরিতে সমান অধিকার থাকবে। এখানে কোনো দলীয়পন্থী বা দলীয় গোষ্ঠীর লোকজন চাকরি করবে–এমনটা হবে না। আমরা এসব মানি না। আমরা বছরের পর বছর পড়াশোনা করি, আর আপনারা হঠকারী সিদ্ধান্ত নেন। আপনারা দ্রুতই এই ৩ এর পাতায় দেখুন

বিএম কলেজে

হিজলা-মুলাদি-বাবুগঞ্জ-কাজিরহাট শিক্ষার্থী কল্যাণ পরিষদের কমিটি

আজিজুল হাকিম সামি, বিএম কলেজ

বিএম কলেজে অধ্যায়নরত হিজলা-মুলাদি-বাবুগঞ্জ-কাজিরহাট শিক্ষার্থী কল্যান পরিষদের কমিটি প্রকাশিত হয়েছে। ২০২৬-২৭ কার্যবর্ষের ৫ সদস্যদের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছে হাওলাদার ফাহিম ও সেক্রেটারি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন আবু বকর। সিনিয়র সহ সভাপতি ৩ এর পাতায় দেখুন

আমতলীতে শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও ব্যবস্থা নেয়নি কর্তৃপক্ষ

আমতলী প্রতিনিধি

আমতলী উপজেলার কুকুয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ওয়াস রুমে ভিডিও ধারণ এবং উত্যক্ত করা সহকারী শিক্ষক মোঃ ইকবাল হোসেন রুবেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি প্রধান শিক্ষক গাজী গোলাম ফারুক ও ব্যবস্থাপনা কমিটি। প্রতিবেদন প্রদানের এক বছর এক মাস পেরিয়ে গেলেও বহাল তবিয়াতে শিক্ষক রুবেল। এতে ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তারা দ্রুত শিক্ষক রুবেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানিয়েছেন। জানাগেছে, আমতলী উপজেলার কুকুয়া ৩ এর পাতায় দেখুন

শের ই বাংলা মেডিকেলসহ

দেশের ৮টি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আধুনিক রোগ নির্ণয় যন্ত্র

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ঢাকাসহ দেশের ৮টি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আধুনিক রোগ নির্ণয় যন্ত্রপাতি বসাতে প্রায় ৩৭০ কোটি টাকা ব্যয়ের অনুমোদন দিয়েছে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। এর মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল এক্স-রে, অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, গ্যাস্ট্রোস্কোপি, কোলনোস্কোপি, এমআরআই, সিটি স্ক্যানার, ম্যামোগ্রাফি ও আলট্রাসনোগ্রাফি যন্ত্র। জাপান ও সিঙ্গাপুরভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এসব অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনা হবে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এ সংক্রান্ত দুটি প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 'শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন (কম্পোনেন্ট-২): দেশের ৮টি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডায়াগনস্টিক ইমেজিং ৩ এর পাতায় দেখুন

মাদকাসক্তি ও মানসিক
রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন বরিশালে
দি নিউ লাইফ
মহিলা রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড
যোগাযোগ: ১নং সিএন্ডবি পুল (কাজীপাড়া সংলগ্ন), বরিশাল।
০১৭১৩-৯৫০৯৪১
০১৭১৩-১৬৯৮২৮

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ জাহিদ হোসেন
এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস. ফেলো ডব্লিউ. এইচ.ও (অস্ট্রেলিয়া)
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান), শিশু বিভাগ (এক্স)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল।
নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ
চেম্বার: এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ এর সামনে বাঁধ রোড, বরিশাল।
রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা
সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১৪-০৬৭৮৮৬, ০১৭০৬-৩৫৪৯৭৫
চেম্বার: মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিঃ কে.বি হেমায়েত উদ্দিন রোড (গির্জামহল্লা), বরিশাল।
রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা
সিরিয়ালের জন্য: ০১৭৫২-১৩৪৪৩৮, ০১৭১১-২৪০৯৬৯
বাসা: বসুন্ধরা হাউজিং, রূপাতলী, বরিশাল

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com